শিক্ষা ও ধর্ম

ড. মোঃ আমিনুর রহমান

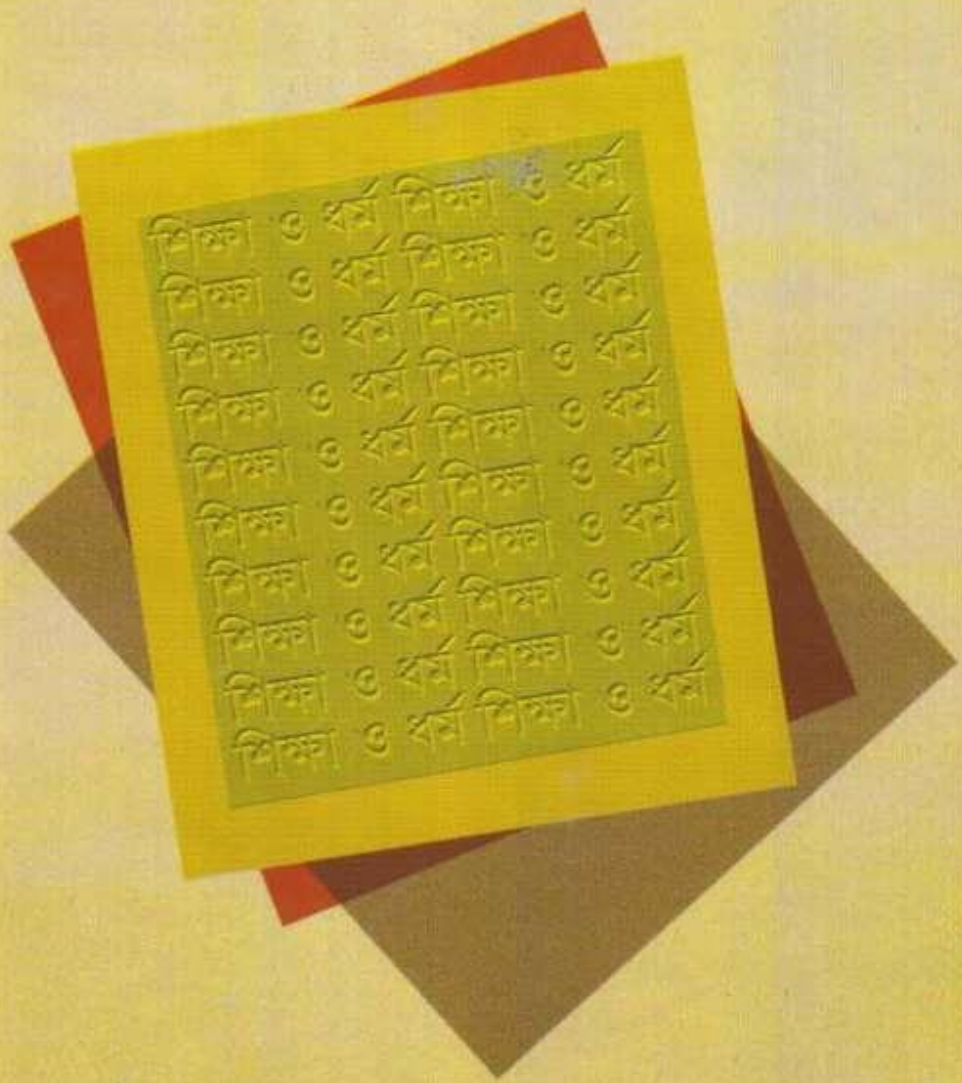

শিক্ষা ও ধর্ম

www.pathagar.com

শিক্ষা ও ধর্ম

ড. মোঃ আমিনুর রহমান

মেরিট ফেয়ার প্রকাশন

www.pathagar.com

শিক্ষা ও ধর্ম

ড. মোঃ আমিনুর রহমান

© ড. মোঃ আমিনুর রহমান

মেরিট ফেয়ার ❐ ১৫২

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০১৩

প্রকাশক
এম. মহসিন রুবেল
মেরিট ফেয়ার প্রকাশন
১২ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২-৯৫৮৯২৩৭, মোবাইল : ০১৯১৭৭৪৮৯৪৭, ০১৭১৫৫৬৬৭৫২
Email : meritfair@gmail.com

প্রচ্ছদ
জাহাঙ্গীর আলম

কম্পোজ
ইফাজ কম্পিউটার

মুদ্রণ
সুন্দরবন প্রিন্টার্স
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দাম ৯০ টাকা

পরিবেশক : *মেরিট প্রকাশন* ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Shikkha-O-Dharmo Written by Dr. Md. Aminur Rahaman, Published by M. Mohsin Rubel, Merit Fair Prokashon, 12 Banglabazar (Sikder Mansion), Dhaka 1100

Price : Tk. 90.00 US $ 2

ISBN : 984-70131-0151-5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বাবা আলহাজ এম.এ. রউফ
ধার্মিক, বিদ্যানুরাগী ও সমাজসেবক

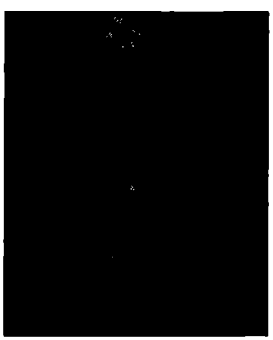

শ্রদ্ধেয় মা হাফেজা বেগম লেকজান
মানবদরদী ও বিদূষী রমণী।

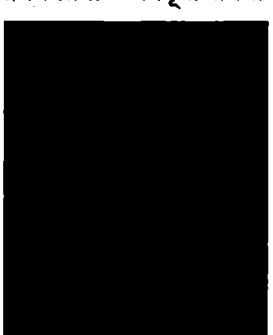

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকী

আমার গবেষণার বিষয় 'Human Rights for Backword Section of Citizens with Special Reference to Education : A Study of Dhaka City Slum Dwellers.' সেজন্য শিক্ষার প্রতি আমি অনুরক্ত। তবে ধর্ম-চর্চা আমার নেশা ও পেশা বিধায় শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কে লেখায় অনুপ্রাণিত হই। আমার পিতা-মাতা এবং দুই পুত্রসন্তান সবসময় লেখালেখির ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করে। এই প্রয়াশেই আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

মোট ১১টি Articles নিয়ে এই গ্রন্থখানি। কিছু কিছু বিষয় বা ঘটনা কয়েকটি লেখায় একাধিকবার এসেছে যাতে করে পাঠকরা ঐগুলি ধারণ করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদাহরণ তথা নীতিকথা দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষা ও ধর্ম এ দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তবে প্রেম ও ক্ষমতায়ন বিষয়েও কিছু কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের বক্তব্য ও বাণী এবং নিজস্ব চিন্তা-চেতনা দিয়ে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। গ্রন্থটি পড়তে ও উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে অনুভব ও পরে মন্তব্য করতে হবে।

আমার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত স্যার ড. এম. হাবিবুর রহমান সর্বদা আমাকে লেখালেখির বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেন। তাঁকে আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে শিক্ষা ও ধর্ম যাতে ধর্মীয় নৈতিকতা এবং প্রকৃত শিক্ষা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু মনীষীদের বাণী, পণ্ডিতজনদের উপদেশ এবং অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞানও সংযোজিত হয়েছে। ফলে সহজ ভাষায় লেখাগুলো পাঠ করে ধার্মিক ব্যক্তিগণ এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবে। প্রধান অতিথির আসন থেকে বিভিন্ন স্থানে যে বক্তব্য প্রদান করেছি সে-সব বক্তব্য গ্রন্থটিতে হুবহু স্থান পেয়েছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লেখার ফলে বাস্তবতার সাথে মিল পেয়েছে। শেষের দুটি প্রবন্ধে সারাংশ হিসাবে মূল তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে বিধায় অনেক বিষয়কে পুনঃ অবতারণা করতে হয়েছে এবং কীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা এ গ্রন্থ লেখায় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। আমার আত্মীয়-স্বজন এবং এই গ্রন্থের প্রকাশককে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আলোচ্য গ্রন্থে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রদত্ত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তাই তাঁদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. মোঃ আমিনুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

ড. মোঃ আমিনুর রহমান আমার তত্ত্বাবধানে 'মানবাধিকার ও শিক্ষা'র ওপর পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণা কর্ম ছিল মানবাধিকার ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের গুরুত্বও তুলে ধরেছেন। তার লেখা 'শিক্ষা ও ধর্ম' শীর্ষক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। ধর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা যায় সে বিষয় গ্রন্থটিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। সকল পেশার এবং শ্রেণীর জনগণ এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবে। নীতিকথার সাথে উদাহরণ ও পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের যে বাস্তব সম্পর্ক তা সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থটিতে প্রস্ফূটিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য গ্রন্থটি ফলপসূ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ড. মোঃ হাবিবুর রহমান
(ম্যাক্স প্লাংক ভিজিটিং স্কলার)
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ|চি| প| ত্র

- শিক্ষা / ১৩
- শিক্ষা ও ধর্ম / ১৫
- নকল প্রতিরোধে ধর্মের গুরুত্ব / ১৯
- হিন্দু ধর্মে শ্রেষ্ঠ জীব / ২২
- শিক্ষাই সম্পদ / ২৫
- নারীর ক্ষমতায়ন / ২৮
- প্রেমের উপাদান / ৩১
- দুর্গা পূজা ও আমাদের শিক্ষা / ৩৬
- নৈতিক শিক্ষা / ৩৯
- জ্ঞানের তাৎপর্য / ৪২
- ধর্মের কেন অবজ্ঞা / ৪৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষা

বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে। শাস ধাতুর অর্থ হচ্ছে শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দান করা, উপদেশ দান করা ইত্যাদি। শিক্ষা শব্দের সমার্থক আর একটি শব্দ হলো 'বিদ্যা'। সংস্কৃত বিদ্ ধাতু হতে শব্দটির উৎপত্তি। শব্দটির অর্থ হলো জ্ঞান আহরণ কর। উল্লিখিত দুটো শব্দ মূলত বিশেষ কৌশল অর্জনের উপর জোর দেয়। এক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা বলতে বিশেষ জ্ঞান আয়ত্ত করা কিংবা বিশেষ কোনো কৌশল আয়ত্ব করাকে বুঝায়।

আবার শিক্ষা শব্দটি ইংরেজি Education শব্দের বংলা রূপায়ণ। Education শব্দটি ল্যাটিন Educatium, Educere এবং Educare শব্দ হতে এসেছে। এর শব্দগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে Educatium এবং Educere শব্দের অর্থ হলো বাহির করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, লালন-পালন করা, পরিপুষ্টি সাধন করা এবং পরিচালিত করা; আর Educere শব্দের অর্থ ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা, আবিষ্কার করা। শিক্ষাবিদ Anderson-এর বক্তব্য কাজে লাগিয়ে– শিক্ষা যখন মানুষের মনে কাজ করে তখন তার মনের অন্তর্নিহিত প্রদেশ থেকে সমস্ত অব্যক্ত গুণাবলি ও পূর্ণতাকে বের করে আনে। কারণ শিক্ষার সাহায্য ছাড়া এ কাজ কখনো সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য অনুসারে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাগুলোর প্রকাশ।

Education শব্দের অর্থ প্রতিপালন ও শিক্ষাদান; শিক্ষাদান : শিক্ষা। Educate means to bring up, to instruct, to teach, to train. Education etymologically has come out from the two linguistic assertion, ex and ducere due.

These E. Ex and ducere due words denote "Pack the inforation in and draw the talents out." This basic conception coretates the reality of information and talents. কিন্তু প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'Republic' গ্রন্থে শিক্ষাকে Great on thing বলে অভিহিত করেছেন। বলা হয় Knowledge is power অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি। (Hobbes, "leviathan") অর্থাৎ জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে হয়। বলা যায় শিক্ষা হলো চলমান প্রক্রিয়া (Learning is a continuous porcess.)

মানুষ বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি, বিচার ক্ষমতা ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং শিক্ষা এগুলোর পাথেয় হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা মানুষের প্রাণশক্তি, উন্নতির অবলম্বন এবং উত্থান-পতনের মানদণ্ড। শিক্ষার সংস্পর্শে তার সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়ে থাকে। মানবিক গুণ বিকশিত হয়ে থাকে এবং সর্বোপরি মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে জাতিকে তথা বিশ্বকে ধাপে ধাপে সাফল্য ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

মানুষের Rationality বা বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ লাভে অহর্নিশ সহযোগিতা করে যাচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাকে দুটো অর্থে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যেমন– ব্যাপক অর্থে এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই। এ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে বহুমুখী অভিজ্ঞতার জ্ঞান। পাশাপাশি সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাদানে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ। শিক্ষা কথাটির দ্বারা আমরা এমন একটা কিছু বোঝাতে চাই যা সত্যই বিমূর্ত (abstract)। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এই কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন। বিভিন্ন যুগে তাঁদের আলোচনা বিশ্লেষণ করলে মতবিরোধই লক্ষ করি। একক কোনো অর্থ বা তাৎপর্য তার থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একটা সংলক্ষণ তাঁদের আলোচনা থেকে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে শিক্ষা শব্দটি যদিও বিমূর্ত তবু সেটি একটি গতীয় (Dynamic) ধারণা। সমাজ ব্যবস্থায় আদিম যুগ থেকে এই ধারণা মানুষের সহগ।

বেদ, মহাভারত, ত্রিপিটক, এশপের ফেবলস, বাইবেল, কোরআন শরীফ, পঞ্চতন্ত্রসহ সকল মূল্যবান গ্রন্থের মূল মর্মবাণী হলো শিক্ষা। মহামূল্যবান গ্রন্থসমূহের মর্মকথা উপলব্ধি ও আত্তস্থ করতে হলে শিক্ষার বিকল্প কিছুই হতে পারে না।

করিলে শিক্ষা মিলিবে দীক্ষা
নতুবা ভিক্ষা সেটাই শিক্ষা
শিক্ষা ছাড়া নাই কোনো রক্ষা
শিক্ষাই হলো লক্ষ্য।
যে দিকে দৃষ্টি কী মধুর সৃষ্টি
কত তৃপ্তি কত কৃষ্টি
সবই হস্তমুষ্ঠি
যদি শিক্ষা হয় মুখ্য।

সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাঁর সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতকে ৪(চার) টি ব্যক্তিগত সম্পদ দান করেছেন। এই চারটি ব্যক্তিগত সম্পদ হলো–

(১) স্বাস্থ্য
(২) বিদ্যা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা,
(৩) ব্যবহার
(৪) ধার্মিকতা অর্থাৎ ধর্মভীরুতা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত আদর্শ লিপিতে আছে–

"যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার,
তিনি ধন্য মান্য গণ্য পূজ্য সবাকার"

www.pathagar.com

শিক্ষা ও ধর্ম

শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ঘুণ ধরেছে তা থেকে বাঁচার প্রথম উপায় চরিত্র গঠন করা, আদর্শ ও নীতিগত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে মন মানসিকতা সৃষ্টি করে সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করা। গ্রামে ও থানায় কলেজ তৈরি হয়েছে কিন্তু চরিত্র ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগাবার সেরূপ অনুপ্রেরণা দেয়া হচ্ছে না। তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও নৈতিক জ্ঞান, সত্যবাদিতা ও সততার অভাব দেখা দিয়েছে। তাই ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যবাধকতা করাসহ পারিবারিকভাবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। বললে ভুল হবে না যে, আমাদের দেশে College আছে Knowledge নেই।

ধর্মের তত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব। তত্ত্ব কথাটির অর্থ হচ্ছে নির্ধারিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান তাকেই ধর্মতত্ত্ব বলা হয়। ধর্ম কাকে বলে, ধর্মের স্বরূপ কি, ধর্ম পালনের উপকারিতা কি ইত্যাদি বিষয়ে সুশৃঙ্খল চিন্তা করা, আলোচনা করাই ধর্মতত্ত্বের কাজ।

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দটি গঠিত। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুযায়ী যা সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে আছে তারই নাম ধর্ম। ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বিষয়ে মহাভারতের শান্তি পর্বে বলা হয়েছে– ধারণ ক্রিয়া (ধৃ-মন) থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে আছে। সংক্ষেপে যা কিছু ধারণশক্তি সম্পন্ন, তাই ধর্ম।

যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত গুণাবলিই সে বস্তুর সাধারণ ধর্ম। যেমন– উত্তাপ ও আলো অগ্নির ধর্ম। উত্তাপ ও আলো বিনষ্ট হলে অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটি ধর্ম রয়েছে যা মানুষকে মানুষ হিসাবে পরিচিতি দান করে। আর সেটি হলো মনুষ্যত্ব। এ মনুষ্যত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি বা শৌচ থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া এ পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের তথা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম অর্থ হচ্ছে শান্তির ধর্ম। আভিধানিক অর্থানুযায়ী আরবী 'সালামুন' ধাতু থেকে ইসলাম শব্দটি এসেছে– যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ও দাসত্ব কবুল করা।

www.pathagar.com

ইসলাম যে শিক্ষা দেয় তা অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. ইসলাম সকল ভেদাভেদ নির্মূল করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সাম্য শিক্ষা দেয়।
২. ইসলাম আনুগত্য, আত্মসমর্পন, আচার-আচরণ ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়।
৩. ইসলাম সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে পরিচালনা পদ্ধতি, মোয়ামেলাত ও মোয়াশেরাত নিপুনভাবে শিক্ষা দেয়।
৪. ইসলাম নিয়ামানুবর্তিতা, পরম সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব মেনে নেয়া, সৃষ্টির মর্যাদা, সেবা, দানশীলতা তথা মানবতার কল্যাণ সাধন, সন্ধি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়।
৫. ইসলাম বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। এই গতিশীল পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে মানব জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল সমস্যার উন্নতর ও উত্তম সমাধান। এতে আরও রয়েছে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা পদ্ধতির নিপুন দিক-নির্দেশনা। এতে আরও রয়েছে ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালার সমারোহ।
৬. ইসলাম উন্নতর চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন, আদল ও ইনসাফ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, গতিশীল সমাজ গঠন, কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, দেশ ও জাতি গঠনে এর বিকল্প নেই।

মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কোরান শরীফের ৯৬ নং সুরা 'সুরাতুল আলাক' এর প্রথম শব্দ 'ইকর' যা মহানবী ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর হীরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী হিসেবে নাযিল হয়েছিল। এই 'ইকরা' শব্দের অর্থ হচ্ছে পাঠ করা। ইকরার মূল অর্থ হচ্ছে Read, Recite, Repeat, Rehearse and Research. শেষ নবীর বাণী– জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীনে যাও।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠের মাধ্যমে জানা যায় যে, কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষে অর্জুনের পরামর্শদাতা ও মূল মন্ত্রদাতা ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম পার্থ সারথী এবং কুরু ক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিচালনা করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণের নাম হৃষীকেশ। জ্ঞান অর্জন করেছিলেন বলে অর্জুন, 'অর্জুন' নামে ভূষিত হয়েছিল।

[শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বহু বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন। প্রথমে তিনি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। এর পর পুরানে তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেন এবং অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য তিনি মহাভারত রচনা করেন। এই মহাভারতে তিনি ভগবদ্গীতার বাণী প্রদান করেন। তারপর সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সার বেদান্ত সূত্র প্রদান করেন। বেদান্ত সূত্রকে সহজবোধ্য করে তিনি তাঁর ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন]

www.pathagar.com

শিক্ষার দুটি দিক। যেমন– Knowledge অর্থাৎ জ্ঞান এবং Learning অর্থাৎ বিদ্যা। জ্ঞান ও বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। উপমহাদেশের ঐতিহ্য অনুসারে জ্ঞানই মুক্তি আর পাশ্চাত্য ধারণা অনুসারে জ্ঞানই ক্ষমতা। অন্যদিকে বিদ্যা নিত্যদিনের দুনিয়ার উপযোগী করে মানুষকে গড়ে তোলে। জ্ঞানীরা হন প্রাজ্ঞ আর বিদ্যালাভকারীরা হন বিদ্বান। অবশ্য বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে Knowledge is power (Hobbes, Leviathan) এর সঙ্গে নতুন সংযোজিত রূপটি হচ্ছে– Knowledge is power if it is supported by behaviour.

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর আগে অনুসারীরা জিজ্ঞাসা করেছিল এখন আমরা কী করব? বুদ্ধ বলেছিলেন নিজেই নিজের প্রদীপ হও। প্রদীপ বলতে এখানে হয়তো বুঝানো হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষাসহ সকল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। কেননা জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে অন্য একটি মোমবাতি জ্বালানো যায়। এভাবে সর্বত্র শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারলে বিশ্ব আলোকিত হতে পারবে।

"বিদ্যা বড় অমূল্য ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"

মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পাঁচটি। যেমন– অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা। তবে বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানীরা চিত্তবিনোদনকেও মৌলিক চাহিদা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে যাই হোক চতুর্থ নম্বরের চাহিদা শিক্ষা মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন এবং শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন না করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আশরাফুল মাখলুকাত রূপে দায়িত্ব পালন করা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য : Education শব্দের অর্থ প্রতিপালন ও শিক্ষাদান; শিক্ষাদান; শিক্ষা। Educate means to bring up and instruct, to teach, to train. Education etymologically has come out from the two linguistic assertion E. ex and duere due. Threse E. ex and Duere due words denote pack the information in and draw the talents out. This basic conception corelates the reality of information and talents.

মহাকবি John Milton এর মতে Education is the harmonious development of body, mind and soul. অর্থাৎ শিক্ষা হলো দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন।

আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউঈ বলেন প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আবেগগত মৌলিক মেজাজ প্রবনতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা।

www.pathagar.com

ড. জোহান পার্ক বলেন শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলা-কৌশল বা প্রক্রিয়া।

জর্জ বার্নাডশ বলেন, Education should aim natural, physical and spritual development.

ইমাম গাজ্জালি (রঃ) বলেন শিক্ষা পদ্ধতি তরুন মনকে শুধু জ্ঞান পূর্ণ করতে চাইবে না, একে অবশ্যই একই সঙ্গে শিশুর নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি এবং তার মনে সামাজিক জীবনের গুণাবললির ধারণা দিতে হবে।

প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব তাঁর, Conception of Islamic Education প্রবন্ধে বলেন শিক্ষা হচ্ছে পরিপূর্ণ মানব সভ্যকে লালন করে তোলা। এ এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ ও তার বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মা, তার আত্মিক জীবন ও পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোনো একটিকেও পরিত্যাগ করে না।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মন ও আত্মার উন্নতির সাধন যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষার ধর্মের সাথে যোগাযোগ অপরিহার্য। কারণ মন ও আত্মার উন্নয়ন এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনায় বাস্তব প্রয়োগ ধর্ম ছাড়া সম্ভব নয়।

শিক্ষা ধর্মভিত্তিক ও আদর্শিক রঙে রঙিন হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মন্তব্য হলো জ্ঞান বলতে ইন্দ্রায়ানুভূতির জ্ঞানকেই বুঝায়। জ্ঞান শারীরিক শক্তি প্রদান করে এবং এ শক্তি দ্বীনের অধীনে হওয়া উচিত। যদি দ্বীনের অধীনে না হয়; তাহলে সে নির্ভেজালভাবে পৈশাচিক।

www.pathagar.com

নকল প্রতিরোধে ধর্মের গুরুত্ব

পরীক্ষায় নকল :

ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। মূলত নির্দিষ্ট সময়ে লেখাপড়া করার পর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের সীমানা কতটুকু বাড়ল তা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসমাজের। অতীব দুঃখের বিষয় যে পাবলিক পরীক্ষায় যে ভয়াবহ আকারে নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে ভবিষ্যতে জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। জাতির জন্য এ-এক দুর্ভাগ্য। প্রকৃতপক্ষে যে সকল কারণে মগজের বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ, অর্জিত বিদ্যার ও যোগ্যতার মাপকাঠি, শিক্ষার্থীকে যাচাই, সনদ প্রদান ইত্যাদি পরীক্ষা নেয়া হয় তার প্রত্যেকটি কারণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। একটি মেশিন বা যন্ত্রের কয়েকটি যন্ত্রাংশ থাকে। তার মধ্যে যে কোনো একটি যন্ত্রাংশ নষ্ট হলে পুরো যন্ত্রই অকেজো হয়ে যায়। বাংলাদেশে পরীক্ষা পদ্ধতিকে যদি একটি যন্ত্র হিসেবে ধরা হয় এবং উক্ত যন্ত্রের ৫টি যন্ত্রাংশ যেমন– ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, পরিবেশ (রাজনীতি, শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদি) এবং প্রশাসন। এই পাঁচটির মধ্যে প্রত্যেকটি অংশকেই সঠিকভাবে সচল রাখতে হবে নতুবা পরীক্ষায় দুর্নীতি কখনো দূর করা যাবে না। নকল প্রবণতার জন্য প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ কম বেশি দায়ী। বিগত দু'দশক ধরে নানা অনাচার সংক্রমিত হয়ে বিশেষ করে নকল প্রবণতা বেড়ে জাতীয় জীবনে চরম অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। নকল প্রবণতার জন্য নিম্ন লিখিত কারণগুলিকে দায়ী করা যায়।

প্রথমত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের সঠিকভাবে পাঠদান করানো হচ্ছে না। এর পরিবর্তে প্রাইভেট ও কোচিং-এ উৎসাহিত করা হচ্ছে। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠে মনোনিবেশ করতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের দুর্নীতি নকলে সহযোগিতার একটি অন্যতম কারণ। বোর্ডে কতিপয় দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে যারা ঘুষের বিনিময়ে যে কোনো ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করে না। যত্রতত্র পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন, টাকার বিনিময়ে সনদ প্রদান এবং জালিয়াতির মাধ্যমে নম্বর বাড়িয়ে দেয়াসহ নানা প্রকার অপকর্ম করে থাকে বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, আমাদের দেশে মুখস্থ বিদ্যার ডিগ্রি অর্জন ও সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় বলে অনেকের ধারণা। তাই ছাত্রদের লক্ষ্য থাকে যে কোনো উপায়ে ডিগ্রী অর্জন। অবশেষে ছাত্ররা নকলের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

চতুর্থত, পরীক্ষা পদ্ধতি নকল প্রবনতার জন্য একটি কারণ। প্রশ্নের ধরন অনেক সময় নকলের কারণ হয়ে দাড়ায়।

পঞ্চমত, ছাত্ররাজনীতিই নকল প্রবনতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে কলুষিত প্রভাবের দ্বারা সহজে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং আইন-কানুন অমান্য করে নকলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ষষ্ঠত, যেখানে-সেখানে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় এবং প্রশাসনে কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে সকল কেন্দ্রে প্রশাসন একযোগে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না। ফলে এই সুযোগে ছাত্ররা নকল করে এবং কক্ষ পরিদর্শকরা অনেক ক্ষেত্রে নকলের সহযোগিতা করে।

সপ্তমত, বর্তমানে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে একটি বিষয় যা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে ডোনেশন। যে বেশি ডোনেশন দেয় সে মেধাবী হোক বা না হোক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায়, ডোনেশনের বিনিময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো পাঠদানে সমর্থ হয় না। ফলে ডিভিশন বা ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অসাধুপায় অবলম্বন করে।

অষ্টমত, অতি লজ্জাকর ব্যাপার হলো আজকাল ছাত্রছাত্রীদের অভিভাকরা নকলে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসছে। অসচেতন অভিভাকরা নিজেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত। ফলে তারা তাদের ছেলেমেয়ের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের চেয়ে পাশ করাকে প্রাধান্য দেয়। অভিভাবকরা বুঝে না যে তারা কি সর্বনাশ ডেকে আনছে এবং হিতাহিত না বুঝে নিজের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার কেন্দ্রে নকল সরবরাহ করে।

এ ছাড়াও অন্যান্য ছোট খাটো কারণ আছে, যেমন– (১) পরীক্ষায় নকল করাকে গর্ববোধ মনে করা, (২) নকল সরবরাহ করাকে নিজের যোগ্যতার পরিচয় মনে করা, (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির অযোগ্যতা, (৪) অশিক্ষিত ব্যক্তিদের রাজনীতিতে প্রবেশ, (৫) অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে সীমানা প্রাচীর না থাকা, (৬) হাট-বাজার বন্দরের নিকট পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, (৭) নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ, (৮) ঘুষের বিনিময়ে কক্ষ পরিদর্শকদের নকলে সহযোগিতা, (৯) ইচ্ছাধীনভাবে বহিরাগত লোকের কক্ষে প্রবেশ ও (১০) প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষায় পাশ না করা সত্ত্বেও পাবলিক পরীক্ষায় অনুমতি প্রদান।

নকল প্রতিরোধে ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা : ধর্মীয় শিক্ষা বলতে যে শিক্ষায় ধর্মের ঘনিষ্ট যোগাযোগ তাই ধর্মীয় শিক্ষা। পূর্বে ধর্ম ও শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা

www.pathagar.com

হয়েছে। উল্লেখ্য, ধর্ম শিক্ষার মধ্যে শুধু সৃষ্টিকর্তার ভীতির কথাই বলা হয় নি। এর মধ্যে সকল প্রকার শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে।

সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে পরীক্ষার হলে লেখা আছে God sees me. এর ফলে কোনো ছাত্রছাত্রী নকল করে না। কারণ নকল করলে সৃষ্টিকর্তা দেখে ফেলবেন। এটাই আত্মিক শিক্ষা যা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আহরিত।

ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আমরা পাই– (১) জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, (২) দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, (৩) মেধাভিত্তিক নিয়োগ, (৪) গুরুজনকে মান্য করা, (৫) আদব-কায়দা শিক্ষা এবং অন্যায় না করা, (৬) নিয়মানুবর্তিতা, (৭) সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, (৮) চরিত্র গঠন, (৯) পরকালের ভীতি, (১০) নৈতিক শিক্ষা, (১১) শান্তি-শৃঙ্খলার শিক্ষা, (১২) সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে উপলব্ধি, (১৩) নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের শিক্ষা এবং (১৪) হিতাহিত জ্ঞান।

ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার অবদান : একটি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে যা যা দরকার তার প্রত্যেকটিই ধর্ম দিতে পারে। নিম্ন লিখিত উপাদান সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং অন্যায় দুরীভূত করে।

(১) শানিত ও নিরাপত্তা, (২) ইনসাফ ও আদল, (৩) ন্যায় বিচার ও বিচারকদের স্বাধীনতা, (৪) ধর্মপরায়ণ রাজনীতিবিদ, (৫) প্রজ্ঞাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, (৭) সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ, (৮) শিক্ষার মনোরম পরিবেশ, (৯) শিক্ষিত সমাজ, (১০) আইনের শাসন, (১১) দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত জাতি/সমাজ, (১২) ভ্রাতৃত্ববোধ, (১৩) সত্য-মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি, (১৪) ঘুষ, লোভ ইত্যাদির পরিহার, (১৫) যোগ্যতানুযায়ী পারিশ্রমিক, (১৬) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা, (১৭) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা, (১৮) পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধ (১৯) দারিদ্র্য বিমোচন (২০) অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহ এড়ানো, (২১) পারিবারিক শিক্ষা (২২) চোরাকারবার, মাদক ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি হানাহানি রোধ (২৩) বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, (২৪) সুদমুক্ত ব্যাংক, (২৫) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

হিন্দু ধর্মে শ্রেষ্ঠ জীব

হিমালয়ের 'হি' এবং বিন্দুর 'ন্দু' (অর্থাৎ) হি+ন্দু মিলে হচ্ছে হিন্দু। অতএব বলা যায় হিন্দু জাতি হলো হিমালয়ের মতো বিশাল। হিন্দু কথাটির অর্থা হলো 'হীনং দূষ্টিয়তি ইতি হিন্দু'। সংস্কৃত বাক্যটি দ্বারা বুঝায় যাঁরা হীন কাজ করে না ও হীনাচারকে ঘৃণা করে তাঁরাই হিন্দু। সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হয়। 'সনাতন' শব্দের অর্থ চিরন্তন অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে থাকবে। সনাতন ধর্ম বৈদিক বা বেদবিহিত ধর্ম। বেদ শাশ্বত, অব্যয় ও অক্ষয়।

বেদ বিশ্বাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই হিন্দু। আর্যঋষিদের পবিত্র জ্ঞানই হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি। বেদদ্রষ্টা ঋষিরা সিন্ধু নদের তীরে বাস করতেন বিধায় ঋষিদের আচরিত ধর্মকে আফগান প্রভৃতি বিদেশীরা সিন্ধুধর্ম বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করত ফলে সিন্ধুধর্ম হিন্দুধর্মরূপে পরিগণিত হয়। তবে ধর্ম যেভাবেই আসুক না কেন হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি বা শৌচ থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া– এ পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের তথা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন উদাহরণ এবং নীতিকথার মাধ্যমে হিন্দুদের আচরণ, জ্ঞানার্জন, বিশ্বাস উদ্দেশ্যসহ নানাবিধ বিষয় স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হলো।

জনৈক ঋষি ধ্যানে বসেছেন। আর এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী এসে ঋষিকে বললেন যে গুরু আপনি মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঋষি চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। লোকজন এসে জিজ্ঞাসা করছেন ঋষি কাঁদছেন কেন? ঋষি বললেন 'আমি' মারা গিয়েছি। সকলে বলল আপনি জীবিত আছেন। আপনি কাঁদছেন কেন? ঋষি জবাব দিলেন যে একজন হিন্দু এসে বলছে যে আমি মারা গিয়েছি। আমি একজন 'হিন্দু' কে অবিশ্বাস করি কিভাবে? একজন হিন্দু কখনও মিথ্যা বলে না।

বেদ শাস্ত্রে মূর্তিপূজার কথা বলা হয় নি। যদি পূজা করতে হয় তবে 'পূজা'র আসল অর্থ জেনে করতে হবে। 'পূ' অর্থ পূর্ণ এবং 'জা' অর্থ জাগরণ। অতএব পূজা যদি করতে হয় তবে পূর্ণ জাগরণ হতে হবে। কেননা পূর্ণ জাগরণ না হলে পূজা করা সম্পূর্ণ বৃথা। অর্থ, সময়, দেহ সবকিছুর ক্ষতি। হিন্দু ধর্মে সর্ব পূজার শুরুতে বিঘ্ন সংহারক রূপে যে দেবতার পূজা করা হয় সেই দেবতা গণপতি বা গণেশ। বৃহত্তম গ্রন্থ লেখার গুরুভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। অতএব হিন্দুরা যদি গ্রন্থের সম্মান না করে তবে পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

www.pathagar.com

অর্জুন আত্মীয় কৌরবদের সঙ্গে স্বার্থ আদায়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যুদ্ধ করতে হবে। কারণ গীতার মর্মকথা যুদ্ধ ছাড়া সংসারে বা জগতে টিকে থাকা অসম্ভব। ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যেমন কষ্টকর তেমনি ত্যাগ একটি মহৎ কর্ম যা সাধারণভাবে মানুষ উপলব্ধিতে সীমায়িত করতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, ন্যায়ের প্রতি থাকতে হবে কুসুমের মতো কোমল এবং অন্যায়ের প্রতি থাকতে হবে বজ্রের মতা কঠোর। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে সর্বদা জ্ঞান অর্জন করতেন বিধায় পার্থ অর্জুন নাম ধারণ করেছেন। যা তাঁর অর্জিত হয়েছিল। অতএব হিন্দুদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই সাথে বৈদিক ও বেদানুমোদিত পৌরাণিক আদর্শ স্বীকার করতে হবে। হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রানুমোদিত বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম সাধনা, প্রার্থনা, উপাসনা, পূজাদি পালন করতে হবে এবং ধর্মের মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তা চেতনাকে জীবনে প্রয়োগ করে জীবনযাপন করতে হবে। চর্মনেত্রদ্বয়ের পাশাপাশি দিব্যনেত্র খুলতে হবে। দিব্যনেত্র খুলতে হলে জ্ঞানচর্চা করতে হবে। এবং জ্ঞানের সাথে উদ্দেশ্য সৎ এবং চাওয়া পাওয়াকে সৎ রাখতে হবে।

এক পণ্ডিত ধার্মিক নৌকাভ্রমণে বের হয়েছেন। হঠাৎ চিন্তা করলেন যে, সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছা করলে একটি বড় মাছ জল থেকে দান করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় একটি মাছ জল থেকে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠল। পণ্ডিত ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের গালে থাপ্পড় মেরে বললেন এই ভুল কেন করলাম? সাধারণের নিকট প্রতীয়মান হলো যে এটা কোনো ভুল না। কিন্তু ভুল এই কারেণে যে সৃষ্টিকর্তা পণ্ডিতব্যক্তির ডাক শুনেছেন এবং চাওয়ামাত্র মাছ দিয়েছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি যদি ঐ মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তার নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করতেন তবে সৃষ্টিকর্তা পণ্ডিতব্যক্তিকে স্বর্গ দান করতেন। অতএব প্রকৃত মানুষ সর্বদা সৃষ্টিকর্তার নিকট উত্তম জিনিস প্রার্থনা করে। উত্তম ব্যক্তির প্রার্থনা উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব বলে দাবি করা হয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় মানুষ কেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। উদাহরণ দিলে প্রথমত কথাটি সত্য বলে মনে হবে না। যদি বলা হয় পাখি আকাশে উড়তে পারে কিন্তু মানুষ উড়তে পারে না। তাহলে উড়ার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ কে? অবশ্যই পাখি। আবার যদি প্রশ্ন করা হয় চিতা বাঘ দ্রুত দৌড়াতে পারে, না মানুষ দ্রুত দৌড়াতে পারে। উত্তর হবে মানুষের চেয়ে চিতা বাঘ দ্রুত দৌড়াতে পারে। নিঃসন্দেহে বলতে হবে দ্রুত দৌড়ানোর দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে চিতাবাঘ শ্রেষ্ঠ। আবার যদি মানুষকে হাতির শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয় বলার অপেক্ষা থাকে না যে মানুষের চেয়ে হাতির শক্তি বহুগুণ বেশি অর্থাৎ শক্তির দিক দিয়ে হাতি মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহলে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আপাতত উপলব্ধি করা গেল যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব না। কিন্তু কেউ কেউ বলবে মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিধায় মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। পুনরায় প্রশ্ন এসে যায় বাবুই পাখি তালগাছে যে বাসা

www.pathagar.com

বোনে সেরকম বাসা বোনানোর বুদ্ধি ও কৌশল কোনো মানুষের নেই। অতএব এ যুক্তিকে শেয়ালের যুক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার বেদবাক্য হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এক বিন্দু মিথ্যা নয়। মূলত ৩টি কারণে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আনুষঙ্গিক আছে কিন্তু ধর্তব্য নহে। একটি ট্রাইপড যেমন ৩টি পায়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটি পায়া ভেঙ্গে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইপড নীচে পড়ে যাবে। ঠিক যে তিন কারণে বা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব দাবি করে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি বাদ পড়লে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হতে পারবে না। ৩টি ভিত্তি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

প্রথমত, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্য রয়েছে পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। ধর্মীয় গ্রন্থকে মানুষ যদি যথাযথভাবে অনুশীলন (5R-Read, Repeat, Recite, Rehearse and Research) করে তবে শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয়ত, মহান সৃষ্টি কর্তা ধর্মীয় গ্রন্থের মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের দ্বারা বিবেচনা প্রসূত হয়ে মানুষ যদি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে, ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে এবং আদেশ নিষেধ মেনে চলে তবে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীবের দ্বিতীয় Pillar পেয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। নিজনিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে তৃতীয় ভিত্তি ভেঙ্গে পড়বে। একজন মা যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তবে সন্তান মানুষের মতো মানুষ হবে না। পুত্র যদি মা-বাবার প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন না করে তবে পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হবে। শিক্ষক, ছাত্র, স্বামী, স্ত্রী, চাকরীজীবীসহ রাজনীতিবিদরা যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন না করে তবে শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার কোনো পন্থা নেই।

পরিশেষে বলা যায় আমি মানুষ। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব, আমি কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী। মানুষের মতো মানুষ হওয়া আমার কাম্য। হিন্দু হলে হিন্দু ধর্মের সকল বৈশিষ্ট্য পালন করা কর্তব্য বটে। সকল মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার জন্য উল্লিখিত ৩টি বিষয় পালন করুক– এটা যেন হয় সকলের ব্রত।

www.pathagar.com

শিক্ষাই সম্পদ

গল্প দিয়েই শুরু করি। গল্পকে (more or less) উদাহরণ বলা যেতে পারে। মনীষীর ভাষায়, Example teaches better than precept. আর একটি কথা যোগ করা যায়। তা হলো আমার এই গল্পটিকে direct মন্তব্য করা চলবে না। জ্ঞানী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তব্য হচ্ছে আগে অনুভব পরে মন্তব্য। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা না বুঝে আগেই মন্তব্য করে বসি। যার পরিনাম ভুল বুঝাবুঝি, কাঁদা ছুড়াছুড়ি, এক সময়ে প্রকাশ্যে শত্রুতা এবং সবশেষে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক বিত্তশালী রাজা। কি নাই তার! তবে একটি বিষয় ছিল না। তা হলো প্রকৃত শিক্ষা। একটি ছেলে। অল্প বয়সে তাকে বিয়ে দেয় মা-বাবা। অবশ্য শখ করে। রাজকুমারকে কিন্তু মানুষের মতো মানুষ করতে চায়। ওস্তাদ থেকে শুরু করে গণক ঠাকুর সবই নিয়োগ করা হয়েছে। রাজা জানতেন যে, জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে অন্য একটি মোমবাতি জ্বালানো যায়। রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তি যদি জ্বলন্ত মোমবাতি হয় তবে অন্য একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে (নেভানো মোমবাতি) শিক্ষিত করা যায়। যদিও রাজা জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল না। রাজকুমারের জন্য ওস্তাদ আসে, গণক আসে, শিক্ষক আসে, বীর যোদ্ধারা আসে। অনেক কিছু শিখিয়ে চলে যায়।

একদিন পণ্ডিত গণক বাবু আসলেন। রাজা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাজা পণ্ডিতকে বললেন, আমাদের ভাগ্য গণনা করুন। আজ এসেছি ৪ টি মূল্যবান কথা বলতে যার মূল্য ১ লক্ষ টাকা, পণ্ডিত বললেন। মনের মতো হলে ১ লক্ষই দেব। তবে অর্থপূর্ণ না হলে মূল্যতো দূরের কথা অর্ধচন্দ্র দেয়া হবে, রাজা বললেন। পণ্ডিত গণক বাবু শুরু করলেন।

(১) বিনা সম্বলে পথ চলিও না।
(২) প্রথম চাকুরী ছাড়িও না।
(৩) স্মরণ থাকিতে মরণ নাই।
(৪) ভাত আছে যার জাত আছে তার।

রাজা রেগে গিয়ে পণ্ডিত গণক বাবুকে বের করে দিলেন। সিক্ত নয়নে পণ্ডিত গণক বাবু বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা। রাজকুমার বিদ্যালয় থেকে আসতেছিল। পণ্ডিত বাবুর অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে গণক বাবু সব খুলে বললেন। শুনে রাজকুমার যার পরনাই অভিভূত হলেন। এত চমৎকার অর্থপূর্ণ কথা কোনো দিন শুনি নি। রাজকুমার কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন। করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন এবং মূল্যস্বরূপ রাজকুমার তার হীরার নেকলেস ও আংটি জোর করে পণ্ডিত বাবুকে দিলেন। যদিও দুটোর মূল্য ছিল ১ লক্ষের অনেক বেশি।

এসব শুনে রাজা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, যে কথার কোনো মূল্য নেই, যে কথা কোনো কাজে লাগে না তার জন্য রাজকোষ খালি করার কি দরকার?

রাজকুমারকে প্রচণ্ড বকাবকি করলেন। মনের দুঃখে রাজকুমার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন।

****

চারটি কথা বিশ্লেষণের পূর্বে বলে রাখা দরকার যে প্রতিটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল এবং রাজা রাজকুমারের নিকট সব ভুল বুঝতে পেরেছিলে এবং সকলকে তা পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন। ৪টি উপদেশের ব্যাখ্যা দেয়া দরকার।

প্রথম উপদেশ ছিল বিনা সম্বলে পথ চলিও না। এই সম্বল আবার কি? নানা জনের কাছে নানাভাবে আখ্যায়িত। কেউ বলেন অর্থ, কেউ বলেন বিদ্যা, কেউ বলেন স্বাস্থ্য, কেউ বলেন পুণ্য, কেউ বলেন চরিত্র, কেউ বলেন চেহারা, কেউ বলেন অন্য কিছু ইত্যাদি। আসলে নানা মুনীর নানা মত।

সম্বল বলতে যারা বিদ্যা বুঝাতে চেয়েছেন তাঁদের বক্তব্য বিদ্যা বড় অমূল্য ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

আর এক মনীষীর মন্তব্য যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার তিনি ধন্য মান্য গণ্য পূজ্য সবাকার।

এক Bureaucrat বলেছিলেন, বিদ্যা নামক সমপদকে কাজে লাগিয়ে এই বড় পদ দখল করে আছি। একবার চাবি (বিদ্যা) দিয়ে দিছি, এখন চলছেই। কোনো এক মনীষী বলেছেন "Knowledge is power."

মহাকবি মিলটনের Education-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে। Education is the harmonious development of body, mind and soul. তাহলে body, mind, soul-এর উন্নতি যাতে হয় তাকে সম্পদ বললে অত্যুক্তি হয় না।

GBS এর মতে Education should aim at mental physical and spritual development. এখানেও Education কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

Stainly Hull তো খোলাখুলিভাবে বলেছেন, If you teach your children the three Rs (reading, Writing, Arithmatic) and leave the four R (Realigion) you will get a five R (Rascality)

পবিত্র কোরান শরীফের প্রথম শব্দ হচ্ছে "ইকর" যার অর্থ Read, Repeat, Recite, Rehearse and Research

সৈয়দ মুজতবা আলীর বই কেনা প্রবন্ধে জানা যায় জ্ঞান অর্জন ধন অর্জন অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বলেন শিক্ষা হচ্ছে পরিপূর্ণ মানব সত্তাকে লালন করে তোলা। এ এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ ও তার বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মা, তার আর্থিক জীবন ও পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোনো একটিকেও পরিত্যাগ করে না। তাহলে জ্ঞান বা বিদ্যা যাই বলি না কেন এটিই অমূল্য সম্পদ। তার প্রমাণ পাই এই দুটি বাক্যে– Education is the backbone of a nation. No nation can prosper without education.

অর্থাৎ বলা যায় যে, মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোনো ব্যক্তি সোজা হয়ে দাড়াতে পারে না, ঠিক তেমন শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি সোজা হয়ে দাড়াতে পারে না। কোনো জাতিকে মাথা তুলে দাড়াতে হলে তথা তাদের উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করতে হলে একমাত্র শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অন্য ৩টি উপদেশ অন্যত্র উল্লেখ করা হবে।

****

www.pathagar.com

নারীর ক্ষমতায়ন

শেখ বাড়ি। নামকরা পরিবার। শিক্ষাদীক্ষায় অতুলনীয়া। রহিম শেখের মেয়ের বিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। গোপনে চৌধুরী বাড়ির ছেলে ও অভিভাবকরা ঢাকায় এসে দেখে গেছে। ছেলের বাবা শিক্ষিত, মার্জিত ও আধুনিক। ছেলেও বড় চাকুরী করে।

ছেলেপক্ষের খুব পছন্দ। দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেছে মেয়েকে আংটি পরানো হবে। আত্মীয়-স্বজন বসেছে। আয়োজন চলছে বেশ। মেয়েকে দেখানো হবে। সব ঠিকঠাক। মেয়ে এসেছে।

মেয়ের বাবা : মেয়েকে এত সাজানোরর কি দরকার ছিল?

মেয়ের মা : চুপ থাক। মহিলাদের ব্যাপারে যা বুঝ না তা নিয়ে কথা বল না।

ছেলে পক্ষের সকলে, ছেলের মা বাবাসহ কিছুটা হতচকিত। প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। একথা সেকথা বলে সময় কাটালেন। ভাগ্যিস আংটি পরানো হয়নি। খুশি মনে কথা বলছেন, ছেলের মা নীরবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন কিন্তু আচার-আচরণে বুঝতে দিলেন না।

কয়েকদিন কেটে গেল। ছেলের মা-বাবার নিকট থেকে কোনো সংবাদ না পেয়ে মেয়ের মা-বাবা জ্ঞানী, গুণী ও শ্রদ্ধাভাজন সেলিম শেখ নামক এক ব্যক্তিকে ছেলেদের বাড়িতে পাঠালেন। চা চক্র চলছে। দেশ-বিদেশের নানা কথা।

শেখ : By the by, আপনারা তো Yes, no কিছুই বললেন না।

ছেলের বাবা : What about? Feel free to say anything.

ছেলের মা : ভাই সাহেব মনে হয় আমার ছেলে কায়েস চৌধুরীর বিয়ের কথা বলছেন। আরে ঐ রহিম শেখের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ডালিয়ার সঙ্গে কায়েসের বিয়ের কথা।

শেখ : Correct you are! ভাবী সাহেবা যদি কিছু একটা বলতেন।

মা : আমার Husband আছেন, Please ask him

শেখ : আপনারা দু'জনেই আছেন। Kindly একটা কিছু বললে ভালো হতো। এসব শুভ কাজে Late and insist করা ঠিক হবে না। Both are not right, I think.

www.pathagar.com

বাবা : Don't take it otherwise. I am sorry to say. well, I cannot but say. আমার কাছে মনে হলো আপনাদের family or society একটু female dominating. আমার ভয় হয়...

শেখ : Oh! I get your points. That's nothing. Everything will be alright. আসলে নারীর ক্ষমতায়নের যুগ কি না।

মা : না... মানে! নারীর ক্ষমতায়ন তো বুঝলাম। কিন্তু প্রকাশ্য এক ধমক দিয়ে বলে Shut up! She could speak normally. But...

ছেলের বাবা শুরু করলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২৮ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন। (Woman shall have equal rights with men in all spheres of the state and of public life.)

তাছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন মূলত স্বামী স্ত্রীকে ধমক দিয়ে কথা বলা নয়। কেউ বলেন নারীকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে হবে। কেউ বলেন নিজের ইচ্ছেমাফিক কিছু করা। কেউ বলেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাত্রাকে।

তবে অনেক গবেষকরা গবেষণার মাধ্যমে ৩ (তিন) টি সূচককে নারীর ক্ষমতায়নের সূচক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এক, Inter spouse consultation index. অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী আলাপ-আলোচনা সূচক।

দুই, Autonomy index অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা সূচক।

তিন, Authority index অর্থাৎ কর্তৃত্ব সূচক।

এখানে ধমক দিয়ে বলতে হবে এরকম কথা নোই। বিশেষ করে মহিলাদের প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মতামত প্রদানের সুযোগ দিতে হবে।

শেখ : আপনি কিন্তু ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও মনে করি আমার ভাবী সাহেবা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।

মা : তা ঠিক, তবে মেয়ের Behave বা Conduct আরও যাচাই করা দরকার। Truly speaking, আমরা তো মেয়ে আনব। কিন্তু তারপরও মেয়ের মা তো আমাদেরই Relative হবে।

শেখ : You believe me, ভাবী সাহেবা। মেয়েটি I R-এর ছাত্রী। Her behave, conduct and even character very much commendable. মায়ের সঙ্গে মেয়ের কিছুটা দ্বিমত। কিন্তু Mother is always mother.

নানা কথাবার্তা বলে শেখ নিজের গ্রামে রওয়ানা দিলেন এবং Next day-তে মেয়ের মা-বাবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনায় বসেন।

www.pathagar.com

মেয়ের মা : কি আলাপ হলো সেলিম ভাই।

সেলিম শেখ : Everything is right. But...

মা : Cut out your but. Come to the points.

বাবা : Let him say. Salim, speak out please,

সেলিম শেখ : ঐ দিন আংটি পরানোর সময় ভাবী সাহেবা আপনাকে ধমক দিয়েছেন কিনা। ওতে তারা mind করেছেন। They underminded about us.

মা : Damn their underestimation. এই modern society-তে Is this a matter? Where they have come from? How cum, they will adjust with us!

সেলিম শেখ : Not that exactly. নারীর ক্ষমতায়ন বা স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি। তারা প্রশ্ন তুলেছেন ধমক দেয়ার কি দরকার ছিল। ওটাতো With decent-ও বলা যেত।

মা : আমি কি আসলে loudly বলেছিলাম?

বাবা : Yes, you cried out with high voice. As a matter of fact, you are a woman. So you could tell that with sweet voice.

মা : I think I made a mistake. See, what can be done in the next?

বাবা : আমরা সবাই যাই এবং খুলে বলি।

ধুমধামে বিয়ে হলো। বাসর ঘর হলো। স্বামী-স্ত্রী সুখে সংসার কাটাতে লাগল। কত ধরনের বৈচিত্র্যময় কথা হলো। একদিন কায়েস ও ডালিয়ার মধ্যে Dialogue হচ্ছিল। উভয়ের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল পরিকল্পিত পরিবার গঠনে এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রকৃত শিক্ষা প্রয়োজন। ড. মোঃ আমিনুর রহমান তাঁর গবেষণা কর্ম Human Rights for Backward Section of citizens with Special Reference to Education : A Study of Dhaka City Slum Dwellers-এ প্রকৃত শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। সময় মতো আলোচনা করা যাবে।

পরিকল্পিত পরিবার হলো যে পরিবারে ২টি সন্তান থাকবে। স্বামী-স্ত্রী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং আয় বুঝে ব্যয় করবে। তবে এর জন্যও প্রয়োজন উপযুক্ত ও গুণগত শিক্ষা।

www.pathagar.com

প্রেমের উপাদান

প্রেম করতে আবার উপাদান লাগে? লাগে কি লাগে না সেটা ভালো জানা নেই। তবে O' Henry-এর 'The Gift of the Magi' এর কয়েকটি Theme এর মধ্যে একটি হলো Love is devine অর্থাৎ প্রেম স্বর্গীয়। এটা আপনা আপনিই হয়। এই প্রেমের জন্য কতজন রাজ্য এবং জমিদারী ছাড়ল তার ইয়ত্তা নেই। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম অ্যাডওয়ার্ড প্রেমের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করল, ইউসুফের জন্য জুলেখা মিথ্যা ফন্দি আটল, আবার চণ্ডীদাস নাকি শুকনো পুকুরে ১২ বছর বড়সী দিয়ে মাছ মেরেছিল। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। সেসব ক্ষেত্রে কি কি উপাদান কাজ করেছে তা আমার সঠিকভাবে জানা নেই।

প্রেমের উপাদান কি কি। এ বিষয়টি দুটি শব্দের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হবে। শব্দ দুটি হচ্ছে– CLAME এবং CAMEL. প্রেমিকরাই তাদের বিবেচনা শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করবে কোনটি পর্যায়ক্রমিক। আশ্চর্য হওয়ার বিষয়, প্রেম করতে CLAME ও CAMEL কি ভূমিকা রাখতে পারে। আমার পরিচিত ঘনিষ্ট এক বন্ধু ২৩টি মেয়ের কাছ থেকে প্রেম নিবেদন পেয়ে এ ভাবতে বসেছে কি কি উপাদান প্রেমের ক্ষেত্রে কাজ করছে। বন্ধুটি পাঁচটি Points-কে প্রাধান্য দেয়। যদিও অন্যান্য আরও বিষয় আছে।

CLAME ও CAMEL উভয় শব্দে ৫টি করে Letter আছে এবং Letter-গুলি একই অর্থাৎ A,C,E,L,M যাদের পূর্ণরূপ হলো যথাক্রমে Appearance, Character, Energy, Learning, Money। অনস্বীকার্য যে উল্লিখিত ৫টি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ, তবে কোনটির গুরুত্ব বেশি এবং কোনটির গুরুত্ব কম এটাই বিবেচ্য বিষয়। কোনটির উপর প্রেমিক-প্রেমিকারা বেশি আগ্রহ দেখায় সেটা নির্ভর করে কে কোন প্রকৃতির বা কোন রাশির। এখানে রাশির কথা উল্লেখ করার কারণ আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরা রাশির প্রতি কমবেশি দুর্বল।

একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, CLAME ও CAMEL উভয় ক্ষেত্রেরই প্রথম Letter হলো C অর্থাৎ Character যার বাংলা অর্থ হলো গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, প্রকৃতি, চরিত্র ইত্যাদি। এখানে চরিত্র অর্থে ব্যবহার করা হলো। এই চরিত্র সম্পর্কে হাজার হাজার লাইন বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখা যায়। কিন্তু এখানে মাত্র কয়েকটি আঙ্গিকে দেখানো হলো।

www.pathagar.com

চরিত্র অমূল্য সম্পদ যা একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না। আমি এক লেখায় দেখেছি, Health Lost, Something Lost, Money Lost Nothing Lost, But Character Lost Everything lost. এখানে বলে রাখা ভালো যে, Health-কে আলোচনার সুবিধার্থে এই রচনায় Energy এর সঙ্গে একই অর্থে বা অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো এবং ব্যবহারকে চরিত্রের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।

আমার বন্ধুকে যে ২৩ জন প্রেম নিবেদন করেছিল তাদের ১৭ জনই নাকি বন্ধুর চরিত্রের প্রতি দুর্বল ছিল। বাকী ৫ জন মেধার উপর এবং ১ জন চেহারার প্রতি দুর্বল ছিল। সত্য বলতে কি আমার কিন্তু Love-Marriage. আমার চেহারা কুৎসিত বলা যাবে না তবে তার চেয়ে একটু ভালো কিন্তু চরিত্রে অটল এবং মেধায় মোটামুটি। গণনায় ধর্তব্য। বিয়ের পূর্বে আমার প্রেমিকাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার কোন গুণে তুমি আকৃষ্ট হয়েছ? উত্তর পেয়েছিলাম, প্রথমত চরিত্র এবং দ্বিতীয়ত মেধা। আর কোন Points? প্রেমিকার ভাষায় একটি বছর তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, কতরকম কথাবার্তা কিন্তু কোনোদিন তোমার ভাবভঙ্গি বা আচরনে এতটুকু অনৈতিকতা দেখি নি। তুমি মেধাবী বটে কিন্তু চরিত্রের কাছে মেধা অতটা গুরুত্ব পায় নি।

তুমি কোনোদিন বড় বড় কথা বল নি। চাপা মার নি। অকপটে দরিদ্রতা, অভাব, অনটন, কষ্ট করার কথা স্বীকার করেছ। গর্বের সঙ্গে বলেছ, লজ্জা পাওনি, এসবই আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

সাধারণত মেয়ে দেখলে ছেলেরা এমন ভাবভঙ্গি বা আচরণ করে যেন সেই সব কিছুর উর্ধ্বে। আবার অনেকে যেখানে সেখানে আড্ডা মারে রোমিও সেজে নিজেকে জাহির করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে চায় তার অর্থ আছে, বাবার গাড়ি বাড়ি আছে, ইত্যাদি। কিন্তু চরিত্র যে সন্ত্রাসী বা মাস্তানের মতো অপবিত্র নয় সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করে না। ঐ সকল ছেলেরা অনৈতিক আচরনকে শ্রেষ্ঠত্ব বলে মনে করে। সেটা যে সম্পূর্ণ ভুল একথাটুকু বোঝে না এজন্য যে, তাদের মধ্যে Learing নেই। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য উপাদান নেই অথচ চরিত্রের গুণে অসাধ্যকে সাধন করা যায়।

আবার অনেকে চরিত্রকে সম্পদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। চরিত্রকে অমূল্য সম্পদ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে Money lost nothing lost, Health lost something lost, Character lost everything lost. বুঝা যাচ্ছে চরিত্রই অমূল্য সম্পদ। কেউ বলেন Courtesy costs nothing but buys everything.

চরিত্র মানবের মহানতম বস্তু, শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। এই চরিত্র মানুষকে মহামানবে পরিণত করে, দেবতার আসনে বসায়। তাহলে চরিত্রের কি লক্ষণ যে তা শ্রেষ্ঠ অলংকার। চরিত্রের লক্ষণ সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, অল্পভাষী ন্যায়পরায়ন, উদার,

www.pathagar.com

সহনশীল, সহানুভূতিশীল, অমায়িক, জ্ঞানী, বিদ্বান ইত্যাদি। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও গুরু ভক্তি চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ।

Character is the crown and glory of human life. কেউ আবার বলেছেন বিদ্যা বুদ্ধি, টাকা পয়সা মান মর্যাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কারো মতে অর্থকে বলা হয়েছে সম্বল। তাদের ধারণা টাকায় কি না হয়। Money is the second God. Money is sweeter than honey. What cannot money do! ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার L অর্থাৎ Learning (বিদ্যা)। আলোচনার পূর্বে বলে রাখা ভাল যে, Knowledge এর সঙ্গে Learning এর তফাৎ আছে। Knowledge এর অর্থ জ্ঞান এবং যার Knowldege আছে সে জ্ঞানী বা প্রাজ্ঞ এবং learning অর্থ বিদ্যা আর যার বিদ্যা আছে সে বিদ্বান। পাশ্চাত্যে বলে knowldege is power অর্থাৎ জ্ঞানই ক্ষমতা। উল্লেখ্য বর্তমানে বলা হয় Information is power। তবে আমি মনে করি Information knowdge-এরই অংশ। তবে বললে অত্যুক্তি হয় না যে, knoweledge is power if it is supported by behaviour. আরও বলা যায় যে, যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার, তিনিই ধন্য, মান্য, গণ্য পূজ্য সবাকার।

আমাদের এ অঞ্চলে বলা হয় "জ্ঞানই শক্তি"। জ্ঞান থাকলে যে কোনো মুশকীল থেকে আছান পাওয়া যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী তার 'বই কেনা' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন "জ্ঞানার্জন ধনার্জন অপেক্ষা শ্রেয়।" L.A.G Strong তার 'Reading for Pleasure' প্রবন্ধে বলেছেন A book is like a living person.

ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কোরান শরীফের ৯৬ নং সুরা আল আলাকের প্রথম যে শব্দটি নাযিল হয় তা হলো ইকরা যা হেরা পর্বতের গুহায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সর্বপ্রথম ওহী। এই প্রথম নযিলকৃত ইকরা শব্দের অর্থ Read, Repeat, Recite, Research, Rehearse আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যায় জ্ঞান অর্জন করা। আবার পঞ্চপাণ্ডবের অনন্য হচ্ছেন অর্জুন। বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করতেন বিধায় নাম হয়েছে অর্জুন।

জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তি প্রেম করলেও কোন Negetive attitude বা reaction সেখানে দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বল যায় বাইন মাছ কাদার মধ্যে থাকে কিন্তু তার গায়ে কাদা জড়ায় না। শোনা যায় এক অপরূপ শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী এক কুৎসিত ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল শুধুই মেধার গুণে। এক কৃষকের ছেলে সর্বদা বই পড়ত এবং ক্লাশে সর্বদা ভালো ফলাফল করত। সুনাম ও সুখ্যাতিতে উক্ত অঞ্চলের জমিদারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার পথে। জমিদার তার মেয়েকে বিবাহ দিয়ে Good will ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ভালো লেখাপড়া করলে প্রেমের জন্য রাস্তাঘাটে আড্ডা মারতে হয় না। প্রেম নিজে এসে ধরা দেয়।

Appearance-এর বাংলা করলে দাঁড়ায় চেহারা, বাহ্য আকৃতি বা রূপ। অনেকে বলেন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে চেহারাই অর্ধেক ভূমিকা পালন করে। সিনেমায় নায়িকারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গান গায় "রূপে আমার আগুন জ্বলে যৌবন ভরা অঙ্গে"। বিখ্যাত ব্যক্তিরা বলেন First impression is the best impression. আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী। রূপ থাকলে নাকি চাকরীর অভাব হয় না। ইউসুফ (আঃ)-

www.pathagar.com

এর চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে তার জামার পিছন দিকে টান দিয়েছিল জুলেখা। জুলেখা কেন ইউসুফের প্রেমে পড়েছিল একবার বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়েছিল জুলেখা।

কতিপয় অপরূপ সুন্দরী রমণীকে ব্লেড ও লেবু দেয়া হয়েছিল লেবুকে কয়েক টু-করায় বিভক্ত করার জন্য। লেবু কাটতে উদ্যত হবে ঠিক এই সময় জুলেখা কৌশলে ইউসুফ (আঃ) কে রমণীদের সম্মুখে আনা হলে ইউসুফের চেহারায় মুগ্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রত্যেক রমণী লেবু কাটার পরিবর্তে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল।

মহানবী ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সবিশেষ উল্লেখ্য চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট ছিল যার মাধ্যমে তিনি তামাম দুনিয়ায় এখনও শ্রেষ্ঠত্ব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তাওহীদ, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য, হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেজা এবং হযরত ঈসা (সাঃ)-এর দেশপ্রেম। এসব গুণের জন্য বিশ্বকে জয় করেছিলেন মহানবী ও শেষনবী।

দেবী দূর্গার অপরূপ চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে শিব স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পার্বতী শিবের হাত ধুইয়ে দিয়েছিলেন করতোয়া নদীতে। ফলে নাম হয় করতোয়া নদী (কর অর্থ হাত আর তোয়া অর্থ ধুয়ানো)। সুন্দর চেহারার ব্যক্তিকে এখনও বলা হয় কার্তিকের মতো চেহারা। আবার বেখাপ্পা কুৎসিত ব্যক্তিকে বলা হয় অসুরের মতো চেহারা। প্রিন্সেস ডায়ানাকে আফ্রিকায় একবার দেবী বলা হয়েছিল। চেহারা নিয়ে কথা বললে একটি উপন্যাস লেখা যাবে। চেহারার পূজারীর অভাব নেই। তবে পূজাকে বিশ্লেষণ করলে আসল অর্থ দাড়ায় পূ হলো পূর্ণ আর জা হলো জাগরণ। এই দুই মিলে পূজা। প্রেমের ক্ষেত্রে চেহারার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও পর্যায়ক্রমিক কত নম্বরে রাখা হবে– এটা পাঠকের উপরই ছেড়ে দিলাম।

Money নিয়ে কত কথা প্রচলিত। কারক নির্ণয় করতে বলা হতো টাকায় কিনা হয়। What cannot money do? অর্থাৎ প্রেম কেন জলে দুধও মেশানো সম্ভব। আবার টাকায় কাঠের পুতুলও হা করে। টাকা হলে বাঘের দুধও মেলে। তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাঘ না থাকলে, টাকা থাকলেও কি বাঘের দুধ মেলানো সম্ভব?

Money is the second God. অর্থাৎ টাকা দ্বিতীয় খোদা। আমি কিন্তু জানি। To acquire knowledge is very very better than to earn money. বিভিন্ন দার্শনিক, পণ্ডিত, কবি সাহিত্যিকের লেখা পাঠ করলে Money is the second God একেবারে অবাস্তব মনে হয়। তার বাস্তব প্রমান মেলে মীর মশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু উপন্যাসে। অর্থই অনর্থের মূল। এই অর্থের জন্যই সীমার এত পাষাণ হৃদয়ে পরিণত হয়েছিল। আমি একটি গল্প জানি। গল্পটি হলো :

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট অর্থের বিনিময়ে জমি বিক্রি করেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি জমি চাষ করার সময় এক কলস সোনার মোহর পেয়েছিল। এই সোনার মোহরের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ আসে নি দ্বিতীয় ব্যক্তির। ফলে তিনি প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট সোনার মোহর ফেরত দিতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি সোনার মোহর নিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, জমিটি বিক্রয় করা হয়েছে এবং তাতে তার (বিক্রেতার) কোনো অধিকার নেই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর ছিল সে জমি ক্রয় করেছে কিন্তু সোনার মোহার ক্রয় করে নি। তাই সোনার মোহরের প্রতি তার (ক্রেতার) কোনো অধিকার নেই।

দু'জনের মধ্যে তর্ক হয় এবং শেষ পর্যন্ত কাজীর নিকট গিয়ে বিচার দাবি করা হয়। কাজী সাহেব উভয়ের সততায় মুগ্ধ হয়ে একটি প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি ছিল একজনের মেয়ে আর একজনের ছেলের সঙ্গে বিবাহ হবে এবং ধুমধাম করে অর্থ খরচ করা হবে। উভয়েই তা সানন্দে গ্রহণ করেছিল। এখানে অর্থলোভের চেয়ে সততার মূল্য বেশি।

Money is sweeter than Honey বলা হলেও টাকা কিন্তু বাস্তবে এত মিষ্টিও না বা ৮০ প্রকার রোগের মহা ঔষধও না। বরং অনেকে বলে টাকা হাতের ময়লা আর এই ময়লার পরিনাম হত্যা, খুন, জখম, সন্ত্রাস, মাস্তানি। ফলে এক অরাজকতা (মাৎস্যন্যায়) সৃষ্টি হয়।

আমার বাবার জমিদারী আছে। দাদার জমিদারী ছিল। আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, এসব এখন জ্ঞানী, চরিত্রবান, ধার্মিকদের কাছে তুচ্ছ জ্ঞান, তবে জীবনে চলার পথে অর্থের প্রয়োজন– এটা অনস্বীকার্য।

পঞ্চম অক্ষরটি হলো E অর্থাৎ Energy. Energy প্রেমের উপাদান হতে পারে না। হলেও নগণ্য। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল এবং এ জন্য তাকে প্রশ্ন করা হলে রাবনের উত্তর ছিল এ জন্যই আমি রাবন। আমার শক্তি আছে। অসুরের অনেক শক্তি, তবে পরার্জিত। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশু শক্তি দ্বারা প্রভাব সৃষ্টি করে কিন্তু মানুষ বুদ্ধি দ্বারা প্রভাব সৃষ্টি করে।

সৃষ্টিকর্তা ৪টি ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়েছে যা প্রয়োগ করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করা যায়। ৪টি সম্পদ হচ্ছে Health, Learning/Knowledge, Behavior এবং Virtue. উল্লেখিত সম্পদগুলি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রথম ও প্রধান সোপান। অসত্য, অনৈতিকতা, সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসা, নিন্দা, গীবত ও অর্থলোভ ইত্যাদি পরিহার করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চললে দেশ ও দশের সমৃদ্ধি হয়। এরূপ কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে প্রেম বা খ্যাতি হাতের কাছে এসে ধরা দেয়। সাফল্য লাভে CLAME (চরিত্র, বিদ্যা, চেহারা, অর্থ, শক্তি) নাকি CAMEL (চরিত্র, চেহারা, অর্থ, শক্তি, বিদ্যা) পর্যায়ক্রমিকভাবে কোনটি সঠিক সেটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। তবে আমার দৃষ্টিতে CLAME এর পর্যায়ক্রমিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অতএব বলা অনস্বীকার্য যে যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার তিনি ধন্য, মান্য গণ্য পূজ্য সবাকার।

চরিত্র এবং বিদ্যা শুধু প্রেম নয়, বিশ্বের যে কোনো দুর্লভ বস্তু, মূর্ত বা বিমূর্ত যাই হোক না কেন চরিত্র দ্বারা অর্জন করা যায়।

৪টি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য করনীয় করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

প্রথমত : আগে অনুভব পরে মন্তব্য।

দ্বিতীয়ত : মানুষ যত বড় হবে তত বিনয়ী হতে হবে।

তৃতীয়ত : নিজেকে উচ্চ এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না।

চতুর্থত : অন্যের সমালোচনা করলে নিজের সমালোচনা মেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

দুর্গা পূজা ও আমাদের শিক্ষা

পূ অর্থ পূর্ণ এবং জা অর্থ জাগরণ। অতএব পূজা অর্থ পূর্ণ জাগরণ। প্রশ্ন হচ্ছে কিসের জাগরণ। এই জাগরণ হবে নৈতিকতার জাগরণ, ঐক্যের জাগরণ, শক্তির জাগরণ, শিক্ষার জাগরণ, জ্ঞানের জাগরণ এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জাগরণ। এমনভাবে জাগরিত হতে হবে যেন কোনো অন্যায় বা অপশক্তির নিকট নৈতিকতা বিসর্জন দেয়া যাবে না। দেবী দুর্গা ঐক্যের প্রতীক, বহু অদৃশ্য (দৈবিক শক্তি) শক্তির ঐক্যের প্রতীক। এই ঐক্য আমাদের জাগিয়ে তুলতে চায়। দ্বন্দ্ব ছেড়ে ছন্দ আনতে হবে, তাহলে আনন্দ পাওয়া যাবে। দুর্গতি নাশিনী দুর্গার আরধনাকালে মনের মধ্যে জাগরণ আসবেই। প্রণমি তোমারে মা...

"যা দেবী সর্বভূতেষু মার্তরূপেন সংস্থিতা নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যে নমোঃ নমঃ" সীতার অপহরণকে কেন্দ্র করে রাম এবং রাবণের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। প্রশ্ন এসেছিল রাবণ কেন সীতাকে অপরহরণ করল। এটা অন্যায়। রাবণ উত্তর দিয়েছিল এ জন্যই আমি রাবণ। আমি যে মহা শক্তিশালী এটাই তার প্রমাণ। একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, পশু শক্তি দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায় কিন্তু সব সময় সফল হয় না। আমরা জানি যে, তিন ধরনের Power আছে। Muscle Power, Brain power এবং Legal power. Muscle Power বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কেননা কিছুদিন পর অন্য Muscle Power এর তৈরি হয়। (Survival of the fittest) নীতির মতো Power অন্য Power দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ঠিক অসুরের শক্তি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল দেবী দুর্গা, মহামায়া আদ্য শক্তির দ্বারা। রাবণ হেরেছিল রামের নিকট। রাম রাবণের যুদ্ধে রাবণের পুত্রবধু প্রমিলা রামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল

"রাবণ শশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
আমি কী ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে।"

রাম রঘু বংশে জন্ম নিয়েছিল এবং দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিল বিধায় রামকে ভিখারী রাঘব বলা হয়েছিল। কিন্তু মহাশক্তি দুর্গার আশীর্বাদে রামের জয় হয়েছিল। Brain power যদি বৈধভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে জয়ী হবার সম্ভাবনা থাকে। রাম ন্যায় ও বৈধভাবে (প্রয়োগ) করে যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করতে পেরেছিল।

Legal power আজীবন টিকে থাকে। এই Power ই আমাদের শিক্ষা দেয় অন্যায়ের প্রতি বজ্রের মতো কঠোর এবং ন্যায়ের প্রতি কুসুমের প্রতি কোমল থাকার শিক্ষা। দুর্গার শক্তি শিক্ষা দিয়েছিল অসুরের অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে বজ্রের প্রতি কঠোর হওয়ার। স্বল্প পরিসরের জীবনে মৃত্যু আসবে। যদি মানবতার জন্য কিছু করতে হয়

www.pathagar.com

তবে পূজা উপলক্ষ্যে মানবতার সেবা ও কল্যাণের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যদিও মূর্তিপূজা অপেক্ষা ধ্যানের পূজাই অধিকতর মঙ্গলকজনক।

মানবতার দেবী দুর্গা, সুখ-দুঃখের দেবী দুর্গা, শক্তির দেবী দুর্গা, আশ্রয়ের দেবী দুর্গা, সাহসের দেবী দুর্গা। যাকে হিন্দুরা বসন্ত উৎসব ও শারদীয়োৎসবে আরাধনা করে, যার নিকট সুখ সম্পদের জন্য ভক্ত মাত্রই বর চায়, শত্রু দমনের জন্য চায় সাহস, বিপদে চায় ধৈর্য ও অভয় আর মরণে চায় মোক্ষ। তিনিই হচ্ছেন জগজ্জননী দুর্গা। এই দেবীই হচ্ছেন জগতের অদৃশ্য শক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী যে মহাশক্তি, যে শক্তির প্রকাশ হয় জড় ও জীবে সেই মহাশক্তিই হচ্ছে দেবী দুর্গা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতার দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত তেজোরাশি থেকে মহাদেবী দুর্গা আবির্ভূত হয়েছেন তার সহস্য বাহু। সিংহ তাঁর বাহন। দুর্গাদেবী বহু নামে আমাদের কাছে পরিচিত। কয়েকটি নাম হলো আদ্যশক্তি, চণ্ডী, কালী, পার্বতী, মহামায়া, কল্যাণদায়িনী, মঙ্গলময়ী, অভিষ্টপূরণকারিনী, শরণভূতা, ত্রিনয়না, গৌরী, নারায়নি প্রভৃতি। জগতের কল্যাণে তোমার যাবতীয় লালাযজ্ঞে আমি বিস্মিত প্রনমি তোমারে...

শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়নে সর্বস্যাত্রি হয়ে দেবী নারায়নি নমোস্তুতে বঙ্গদেশে রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের জমিদার কংস নারায়ন ১৫৮০ খ্রিঃ সর্বপ্রথম মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে শরৎকালে পূজা করেন। রাজা কংস নারায়নকে বাংলার আধুনিক দুর্গা পূজার প্রবর্তক বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতের অন্য কোনো পাদদেশে মৃন্ময়ী (মাটি) প্রতিমায় পূজার প্রচলন নেই। সেখানে ধাতু, কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত মূর্তি পূজাই প্রচলিত। কোথাও দশভূজা, কোথাও অষ্টভূজা, কোথাও ষড়ভূজা, কোথাও ততোধিক ভূজা দেবী দুর্গা পূজিত হয়। মহাভারতে দুর্গাদেবী উপাসনার বিষয় উল্লেখ আছে। ভীষ্ম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জয় লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গা দেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করতে উপদেশ দিয়াছেন। বিরাট পর্বে বার বছর বনবাসন্তে, এক বছর অজ্ঞাবসের জন্য যখন পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে যাচ্ছেন তখন ঋষিদের পরমর্শে অজ্ঞাতবাসের সফলার্থে দুর্গাদেবীর স্তব করেন।

দুটি মাত্রা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, একটি হলো মানবতা ও অন্যটি হলো শিক্ষা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করে পৃথিবীতে মানবতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অন্যায়কে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। মানবতাকে রক্ষা করার জন্য তিনি মুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অসহায় শিশুর একমাত্র সম্বল মাতৃস্নেহের পীযুষধারা। কারণ শিশু মাতৃকোড়ে পরম নির্ভয়ে বাস করে, ঠিক জগজ্জননী হিসেবে দেবীদুর্গা মানবকে রক্ষা করেন, পালন করেন এবং স্নেহ করেন।

www.pathagar.com

দেবী দুর্গার পূজা তথা আরাধনার মূল মর্মবাণী হলো শিক্ষা। চণ্ডীর মর্মকথা উপলব্ধি করতে হলে শিক্ষার বিকল্প কিছু হতে পারে না।

করিলে শিক্ষা মিলিবে দীক্ষা
নতুবা ভিক্ষা সেটাই শিক্ষা
শিক্ষা ছাড়া নাই কোন রক্ষা
শিক্ষাই হলো লক্ষ্য
যে দিকে দৃষ্টি কী মধুর সৃষ্টি
কত তৃপ্তি কত কৃষ্টি
সবই হস্ত মুষ্টি
যদি শিক্ষা হয় মূখ্য।

www.pathagar.com

নৈতিক শিক্ষা

মহান সৃষ্টিকর্তা মানব সৃষ্টি করেছেন এবং মানব দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টির অদ্ভুত রহস্য প্রদান করেছেন যা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি মুখ ও দুটি কান সৃষ্টির রহস্য হচ্ছে, যতটুকু বলব তার দ্বিগুণ শ্রবণ করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী বলব আর কী শুনব? খারাপ কথা, না, ভালো কথা। অবশ্যই ভালো কথা, যৌক্তিক কথা। কিন্তু এ সমস্ত কথা কোথায় বিদ্যমান? সবকিছুই আছে ধর্মীয় গ্রন্থে, অথবা মনীষীদের লেখনীতে। এবার কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের কথা বিশ্লেষণ করা যাক।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে হেরা পর্বতের গুহায় মহাগ্রন্থ আল কোরানের ৯৬ নং সুরার প্রথম শব্দ নাযিল হয় ইকরা, যার অর্থ পড় (Read), পুনরাবৃত্তি কর (Repeat), তেলাওয়াত কর (Recite), অনুশীলন কর (Rehearse) এবং গবেষণা কর (Research) অর্থা 5 Rs তথা জ্ঞান অর্জন কর। আবার যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উদাহরণ দেই সেখানে দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতে করতে এক সময় অর্জুন নাম হয়েছে। অর্জুন তার আত্মীয় কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান নি। উল্লেখ যে, কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। যা হোক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন এ জন্য যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাঁর যুদ্ধের পরামর্শে প্রতীয়মান ন্যায়ের প্রতি থাকতে হবে কুসুমের প্রতি কোমল এবং অন্যায়ের প্রতি থাকতে হবে বজ্রের মতো কঠোর।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের প্রত্যেককে জ্ঞানী তথা শিক্ষা অর্জনের জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। বুদ্ধ অর্থ হলো জ্ঞানী, বিদ্বান। তিনি তাঁর অনুসারীদের এক একটি জ্বলন্ত মোমবাতি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে আরেকটি মোমবাতি জ্বালানো যায়। জ্বলন্ত মোমবাতি বলতে এখানে শিক্ষা, বিদ্যা এবং জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আরও সহজভাবে বলা যায় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অপর ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করতে পারে। একজন জ্ঞানী পারেন আরেক জনকে জ্ঞানী করে তুলতে।

টমাস হবস ইংল্যান্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, যিনি তাঁর রাজনৈতিক গ্রন্থ Leviathan-এ বলেছিলেন, knowledge is power. অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি। কিন্তু বর্তমানে শুধু knowledge এককভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। তার সঙ্গে behaviour অর্থাৎ ব্যবহারের প্রয়োজন। তাই বলা চলে, knowledge is

www.pathagar.com

power if it is supported by behaviour. মানুষের ব্যক্তিগত চারটি সম্পদ আছে, যথা– স্বাস্থ্য, বিদ্যা ব্যবহার এবং ধার্মিকতা। মদনমোহন তর্কালংকারের কথায়–

যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার
তিনি ধন্য মান্য গণ্য পূজ্য সবাকার।

এতক্ষণ যা আলোচনা হলো তার সার কথা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা হলো উন্নয়নের মানদণ্ড এবং গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষক তেমনি শিক্ষার মেরুদণ্ড। শিক্ষক হচ্ছেন Architect of the Nation বা জাতি গড়ার কারিগর। কিন্তু বর্তমানে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না এটা যেমন সত্য, ঠিক তেমনিভাবেই শিক্ষকদের সঠিক মূল্যায়নও করা হচ্ছে না। দুটি কৌতুকের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা যাক–

শিক্ষক : লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।

ছাত্র : স্যার আমি বিশ্বাস করি না।

শিক্ষক : (রেগে গিয়ে) কেন?

ছাত্র : স্যার, আপনি নিজেই তো হেঁটে এসেছেন।

আবার এই শিক্ষকদের অনেকেই nepotism বা donation এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে/ মহাবিদ্যালয়ে/বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি পেয়েছেন যোগ্যতা ছাড়াই, যাঁদের সামান্যতম বিদ্যা নেই। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসে পড়াচ্ছেন এক শিক্ষক। শিক্ষককে যাচাই করার জন্য স্কুল পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করলেন–

বলুন তো জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

শিক্ষক : যা চলতে পারে তা জীব, আর যা চলতে পারে না তা হচ্ছে জড়।

পরিদর্শক : Good. উদাহরণ দিন।

শিক্ষক : জীবের উদাহরণ হচ্ছে গাড়ি, কারণ গাড়ি চলতে পারে, এবং জড়ের উদাহরণ হচ্ছে গাছ, কারণ তা চলতে পারে ন।

Inspector সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন–রোমের গোড়াপত্তন কবে?

শিক্ষক : রাত্রে।

পরিদর্শক : What? Explain

শিক্ষক : Because Rome was not built in a day

পরিদর্শক : Oh my God! what a hell!

শিক্ষক নাকি গর্বভরে গ্রামবাসীকে জানালেন যে, আমাকে interview নিতে হলে Expert Headmaster-এর দরকার। যেনতেন Inspector এর কাজ নয়।

আজ আমাদের ছেলে মেয়েদের অধঃপতনের কারণ কী? আমাদের মা বাবাও সেদিকে সঠিকভাবে নজর দিচ্ছেন না। প্রত্যেকে যেন সম্পদ সম্পত্তির দিকেই ছুটে

www.pathagar.com

যাচ্ছেন। কার বাড়িতে কয়টি কালার টিভি, ফ্রিজ, কয়টি গাড়ি এর প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু কার ছেলে বা মেয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়েছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। একটি নীতিকথা দিয়ে শেষ করি–

একটি ছেলের জঘন্য অপরাধ, অর্থাৎ মানুষ খুনের জন্য ফাঁসির হুকুম হয়েছে। কতৃপক্ষ ছেলেটির নিকট তার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলেন। ছেলেটি তার মাকে দেখবে বলে জানাল। সকলে ছেলেটির আপাতত প্রশংসা করলেন। যা হোক, ফাঁসির পূর্বে ছেলেটিকে তার মায়ের নিকট নেয়া হলো। মা ছেলেকে দেখে রীতিমত হতবাক। কুশল বিনিময় হলো।

মা : তোর না ফাঁসি হওয়ার কথা?

ছেলে : হ্যাঁ মা। তবে আমার শেষ ইচ্ছা তোমাকে দেখব।

মা : দেখ বাবা। শুকিয়ে গেছিস।

ছেলে : তোমার জিব্বা বের কর।

মা : কেন? বের করলাম।

ছেলে : আরো কাছে এস।

নিকটে আসা মাত্র ছেলে তার মায়ের জিহব্বা কেটে ফেলল। ২/১ মিনিট পর মা মারা গেল। সকলে হতবাক, কেন এমন হলো।

ছেলে জবাব দিল আমি যখন ছোট ছিলাম আমার মা আমাকে শিক্ষা দেয় নি। আমাকে শিক্ষার কথা বলে নি। কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে বলে নি। যত অন্যায়, মিথ্যা, কুসংস্কার সবই করতে বলেছে। চুরি না করলে এক বেলা আহার বন্ধ করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে আমি বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়েছি। অতএব ফাঁসি তথা মায়ের মৃত্যু সবার আগে। পরে নাকি ছেলের ফাঁসি হয় নি।

অতএব, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। তবে ধর্মের নামে one sided brain গড়ে তোলা ঠিক হবে না। তাই বলা যায় যে, সন্তানদের জন্য প্রথম পাঠশালা হচ্ছে Family. Family'র পর Society এবং তারপর School and College। তবে বললে অত্যুক্তি হবে না, College আছে, knowledge নেই। তাই শিক্ষকদেরও বিশাল ভূমিকা আছে। মানুষ এরপর শিখবে state এর নিকট থেকে। শেষ কথা শিখতে হবে, শেখাতে হবে এবং অন্যদেরকে শিক্ষার কথা বলতে হবে।

www.pathagar.com

জ্ঞানের তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কেন এত জ্ঞানী। সক্রেটিস বলেছিলেন, আমি যে অনেক কিছু জানি না, এই জিনিসটা আমি জানি।

কি চমৎকার উক্তি! এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্ঞানের শেষ নেই। Learning is a continuous process. তবে Learning ও Knowledge এর মধ্যে তফাৎ আছে। যার Knowledge আছে সে জ্ঞানী এবং যার Learning আছে সে বিদ্ধান।

দার্শনিক হবস বলেছেন Knowledge is Power. অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি। উল্লেখ্য আমাদের ভারতীয় উপ-মহাদেশে বলা হয় জ্ঞানই মুক্তি। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে চারটি ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়েছেন। যেমন– স্বাস্থ্য, বিদ্যা, ব্যবহার এবং ধার্মিকতা। মদন মোহন তর্কালংকার-এর আদর্শলিপি বইয়ে উল্লেখ আছে যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার, তিন ধন্য, মান্য, গণ্য, পূজ্য সবাকার। আজকাল জ্ঞান বলি আর বিদ্যা বলি তার সঙ্গে ব্যবহার তথা Behaviour ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ। অনেকে Knowledge is Power-এর পরিবর্তে বলতে চান Information is Power. আমি বলি Information হচ্ছে Knowledge বা Learning এর অংশ। মূলকথা হচ্ছে Knowledge is Power if it is supported by courtesy or behaviour.

জ্ঞান অর্জনের মূল উৎস্য হচ্ছে তিনটি। যথা– Family, Society and Environment. যার মধ্যে প্রারম্ভিক উৎস হচ্ছে Family. যেখানে পিতা-মাতা মূখ্য ভূমিকা রাখে সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়তে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার পরের স্থানই পিতা-মাতা। কেননা এই পিতা-মাতাই হচ্ছে সন্তানের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্তা আর যেহেতু পিতা-মাতার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সন্তাকেই বিদ্বান ও জ্ঞানী করা। একটি উদাহরণ (নীতিকথা) দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার করা দরকার।

জঘন্য অপরাধের জন্য ২৫/২৬ বছর বয়সের এক ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয়। আদেশ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির শেষ ইচ্ছা কি জাতে চায়। জবাবে সে জানায় যে সে তার মাকে দেখতে চায়।

তার জবাবে খুশী হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যায়। মা ছেলেকে দেখ হতভম্ব! কোলে নেয়ার জন্য হাত বাড়াতেই ছেলে বলে আমি তোমার জিহ্বা দেখতে চাই।

www.pathagar.com

বেশ ভালো কথা, মা বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা বের করে দিলেন। ছেলেটি তার মায়ের জিহ্বা কেটে দিল এবং কিছুক্ষণ পর মা মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ছেলেটি কর্তৃপক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করল।

এদিকে উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে হতবাক। ঘটনা কি! কৌতূহল হয়ে উপস্থিত বিচারক ছেলেটির এহেন কাণ্ড করার কারণ জানতে চাইলেন। ছেলেটি বলতে লাগল এই মা আমাকে কোনোদিন বিদ্যা অর্জন করতে বলে নি, কোনো ভালো কাজ করতে শেখায় নি, সর্বদা লোভ লালসার দিকে লেলিয়ে দিয়েছে এবং অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করতে শিখিয়েছে। লেখাপড়া শিখে কি হবে। মানুষ মারো আর গরু চুরি করো, টাকা চাই। প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনে সক্ষম বারবণিতাকে ছেলের বউ করে ঘরে আনব।

প্রকৃতপক্ষে ছেলেটি সেই বয়সে হিতাহিত জ্ঞান অর্জনে অক্ষম ছিল না তথা তাকে অক্ষম করে দেয়া হয়েছিল। যা হোক জিহ্বা কেন ছেদ করা হলো জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটি পুনরায় বলে, আমি যে অপরাধ করছি তার জন্য আমি যতটুকু দায়ী তার চেয়ে শতগুণ দায়ী আমার মা। তাই ফাঁসি যখন হয়েছে, তখন আর যাতে কারো ফাঁসি না হয় সেজন্য মারার অধিকার শুধু আমার মায়ের।

উপস্থিত সকলে ছেলেটির ফাঁসি যাতে কার্যকর না হয় সেজন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিচারক তাঁর দায়িত্ব কিভাবে পালন করছিলেন তা জানি না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, অপরাধী তার ভিতর পশুত্ব দূর করার মতো জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিখ্যাত মনীষীর সেই উক্তি স্মরণযোগ্য যে, পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয়।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে হেরা পর্বতের গুহায় যে শব্দটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল তা "ই-কর" যার অর্থ পড় অর্থাৎ Read. আসলে ইকরা শব্দ Read, Repeat, Recite Research and Rehearse. উল্লিখিত পাঁচটি শব্দকে বিশ্লেষণ করলে দাড়ায় ইকরা শব্দের অর্থ জ্ঞান অর্জন কর। সর্বশেষ নবী ও মহানবী জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক হাদিস, প্রবাদ ইত্যাদি রচনা করেছেন। যা সকলের কম বেশি জানা বলেই উল্লেখ করা হলো না।

আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জনের বিষয় জানতে পারি। অর্জুন কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় নি শুধু রক্তপাতের কথা চিন্তা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তুমি যুদ্ধ করবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ধরায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। আরও পরিস্কার করলে বলা যায়, সমাজে প্রতিটি মানুষের উচিত ন্যায়ের প্রতি কুসুমের মতো কোমল এবং অন্যায়ের প্রতি বজ্রের মতো কঠোর হতে। যাহোক শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অর্জুনের (পার্থ) রথে সঙ্গী হয়ে বিভিন্নী সময় নানা বুদ্ধি, জ্ঞান, পরামর্শ দিতেন। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য

www.pathagar.com

পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই পার্থের নাম হয় অর্জুন। স্মরণয়োগ্য পার্থের রথে সারথী হয়েছেলেন বিধায় শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম পার্থসারথী।

আমরা আর এক গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কথা জানি। তিনি কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের সময় হাতে এক খণ্ড পাথর রাখতেন আর তার নিচে পিতলের পাত্র রাখতেন। পড়তে পড়তে যখন অ্যারিস্টটলের ঘুম আসত তখন হাত থেকে পাথর খণ্ড পিতলের পাত্রে পড়া মাত্রই জোরে শব্দ হতো। ফলে অ্যারিস্টটলের ঘুম ভেঙ্গে যেত। তিনি আবার অধ্যয়ন শুরু করে দিতেন। জ্ঞান অর্জনের কি নেশা!

আমার ক্ষেত্রে আর এক অভিনব পদ্ধতি আছে। বলা সমীচীন না হলেও নেশার তাগিদে বলছি। পারিবারিক কারণে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার রূপবতী ও গুণবতী অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে মৃদু ঝগড়া তর্ক হলে মন খারাপ হয়ে যেত। অনেক সময় এই মন খারাপই আমার জন্য শাপে বর হতো। কারণ প্রায়ই ২/১ দিন চুপচাপ থাকতে হতো। উভয়ই যা না বললেই নয় এরূপ ২/১টি কথা হতো। আর এই নিঃসঙ্গতাই আমাকে জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত করত।

আমরা দেখতে পাই জার্মান, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহের লোকেরা প্রচুর বই পড়ে। এতে দুদিকে উপকার হয়। প্রথমত, জ্ঞান অর্জন করে সঠিক পথে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিধারাকে তরান্বিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাস, রাহাজানি, বিনা কারণে আড্ডাবাজি কমে যায় যা উন্নয়নশীল দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তার ছেলের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে চিঠি দিয়েছিলেন–

মাননীয়,

মহাশয়,

আমার পুত্রকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন এটাই আমার বিশেষ দাবি।

পবিত্র কোরআন শরীফের ৯৬ নং সুরা (সুরা আলাক) এর ৪ নং আয়তের একটি অংশ "আল্লাযি আল্লামা বিল কালাম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন। হয়তো-বা এজন্য বলা হয়েছে Pen is mighter than the sword. আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন তবে তার মতো জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোক আর কোনোদিন জন্ম নেবে না।

একবার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মদন মোহন তর্কালংকারের একটি কবিতার কতিপয় ছত্র পড়ে শুনাচ্ছিলেন। লাইন দুটি

"লেখাপড়া করে যেই,
গাড়ি ঘোড়ায় চলে সেই।"

www.pathagar.com

শ্রেণীকক্ষে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, স্যার একথা সত্য নয়। এটা মিথ্যা কথা। এ কথার ভিত্তি নেই।

শিক্ষক হতচকিত হয়ে বললেন কেন?

ছাত্র : স্যার, আপনি লেখাপড়া শিখেছেন এবং আমাদের শেখাচ্ছেন অথচ আপনি এই বয়সে (৫২ বছর) এখনও ৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসে আমাদের পড়ান। কই, গাড়ি তো দূরের কথা, আপনারতো একটি ঘোড়াও নেই।

শিক্ষক নীরব থাকলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, ছাত্রের কথা সত্য। আমাদের দেশে সত্যিই শিক্ষকদের সাধারণ অবস্থা এটাই। যারা মানুষ গড়ার কারিগর, যার জাতির ভাগ্য নির্মাতা, তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধাহারে অনাহারে থাকে। নাই ভালো পরিবেশ, নাই ভালো সংস্থান। এমনকি মাঝে মাঝে এই শিক্ষকদের উপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। তবে অপরদিকে এটাও সত্য যে, বর্তমানে donation-এর নামে শিক্ষক নেয়া হচ্ছে। প্রকৃত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। "শি" তে শিষ্টাচার "ক্ষ" তে ক্ষমাশীল আর "ক" তে কর্মঠ– এই গুণ বিশিষ্ট শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার নামে অবৈধ কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে।

একটি জ্বলন্ত মোবাতি দিয়ে অন্য একটি মোমবাতিকে জ্বালানো সম্ভব। এই জ্বলন্ত মোমবাতি অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। একটি অতি সাধারণ কথা দিয়ে শেষ করব। নীতিকথা হবে কি না জানি না। কারণ নীতিকথা আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। Fables (নীতিকথা) are the story with a message or a moral. Fables help to make us great. পরিতাপের বিষয় আমরা এই নীতিকথা শুনতে চাই না। শুনলেও বাস্তবে রূপ দেই না।

বিভিন্ন পেশার কতিপয় বৃদ্ধ ব্যক্তিরা গল্প করছেন। তার মধ্যে একজনকে বলা হলো–

আপনার সন্তানকে কিভাবে তৈরি করবেন?

তিনি উত্তরে বললেন, পাইলট

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, ডাক্তার

এইভাবে কেউ বললেন, প্রকৌশলী কেউ বললেন, অধ্যাপক, ইত্যাদি।

সর্বশেষ এক শিক্ষিত ধার্মিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, পাইলট, ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ, ইত্যাদি সবই দেশের সম্পদ। সব পেশার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। তবে আমি আমার সন্তানকে প্রথমেই মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই।

উপস্থিত সকলের লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে ঐ একটি বাক্যের মধ্যেই লুকায়িত আছে শাশ্বত বাণী। কেননা মানুষের মতো মানুষ হলে দেশ পাবে–

www.pathagar.com

প্রথমত, একজন দেশ প্রেমিক, একজন রাজনীতিবিদ। যে রাজনীতিবিদরা আইন লংঘন করবে না, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে না, দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য নিবেদিত হবে, আপামর জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তায় মনোনিবেশ করতে শেখাবে।

দ্বিতীয়ত, একজন ভালো সেবক হবে, একজন ভালো কর্মকর্তা হবে। ঘুষ, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে, অর্থের বিনিময়ে বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ করবে না। সমাজ, জাতি ও দেশের শুধু উন্নয়নই হবে।

তৃতীয়ত, একজন ভালো ব্যবসায়ী হবে, সৎ ও সুদক্ষ সংগঠক হবে। ভেজাল পণ্য বিক্রি করবে না, বিদেশে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বসবাস করবে।

চতুর্থত, জনসাধারণ সৎ হবে, মুক্ত চিন্তার অধিকারী হবে, উপযুক্ত ন্যায়বান জনপ্রতিনিধি তৈরি করবে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তৃণমূল থেকে উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করবে।

সৎ, জ্ঞানী ও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানবের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। তবে Utopian country এর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারছি না। যদিও আকাশ কুসুম কল্পনা।

www.pathagar.com

ধর্মের কেন অবজ্ঞা!

গ্রাম্য মুসলিম সমাজে বিনা অজুহাতে এক মহিলার ডোরা মারার বিচার চলছে। অনেক লোকের সমাগম । এক মৌলভীর অপেক্ষায় সবাই। অন্য এক মৌলভী মন্তব্য করলেন "অপেক্ষার দরকার নেই"। কত অবজ্ঞা ! অথচ কাঠ মোল্লাই বলি আর পাতি মোল্লাই বলি মোল্লাদের জন্যই ধর্ম টিকে আছে। তবে এটাও সত্য যে অল্প শিক্ষিত মোল্লাদের জ্ঞান হলো One Sided. আমার মন্তব্য হলো– মোল্লার দৌড় মসজিদ পযর্ন্ত নয়, মোল্লার দৌড় হবে জান্নাত পর্যন্ত।

মাত্র কিছুদিন আগে আমি একটি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসনে বসেছিলাম। হঠাৎ দুই হিন্দু শাস্ত্রবিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হলো আমার সম্মুখে। একজন চিৎকার করে বললেন, পুষ্পমাল্য না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। প্রতি উত্তরে দ্বিতীয় জন বললেন, এটা রাম রাজত্ব নয় যে, যে যা খুশি সে তা করবে। দূর থেকে মৃদু কণ্ঠে ভেসে আসল– দু'জনেই রামছাগলের মতো কথা বলছে। কি আশ্চর্য! মহাভারতকে নিয়ে কটূক্তি। যার ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য আমি পঞ্চম বেদ হিসাবে শ্রদ্ধা করি। অথচ সামান্য কারণে মহাভারত অশুদ্ধ এর কথা চলে আসে। রাম একজন দেবতা, অবতার, একজন ন্যায়বান ধর্মীয় শাসক। অথচ কথায় কথায় 'রাম রাজত্ব'। আমি জানি না, রাম রাজত্ব খারাপ ছিল কি-না। আবার ব্যঙ্গ করে বলা হয়, ব্যাটা রাম ছাগল। কবে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হব।

এইতো কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। দুই বৌদ্ধ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসনের দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ল। একজন অন্যজনকে বলে বসল– তুই একজন বুদ্ধ, তোর কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নেই। অথচ গৌতম বুদ্ধ ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ জ্ঞানী ভগবান। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীর ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে আমাদের যাত্রা কোনদিকে, কিছুই জানি না। আত্মসমালোচনা তথা নিজেকে শিক্ষিত করে যাত্রা শুরু করতে হবে। উদাহরণ দিলে পরিস্কার হবে। মধ্যবয়সী সুবিবেচক Tactful গ্রাম্য মাতব্বর। সবদিক বিবেচনা করে। একদিন অনেক লোকের উপস্থিতি। বিচারকার্য চলছে। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মধ্যবয়সী ব্যক্তি বিচারকের আসনে। হঠাৎ তাঁর মা এসে উপস্থিত।

মা : সঠিকভাবে এবং ন্যায়ভিত্তিক বিচারকার্য করবে।

ছেলে : মা, সবসময় সঠিক বিচার করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

মা : তুই যদি আমার ছেলে হয়ে থাকিস, তবে সঠিক বিচার করতে হবে।

ছেলে : সবসময় সঠিক হয় না। Tactfully করতে হয়।

মা : কোনো কথা শুনতে চাই না। লাভ-ক্ষতি বুঝি না। সঠিক বিচার চাই।

ছেলে : মা, ভরা মজলিসে উপদেশ দিচ্ছ। তোমার কাপড় ঠিক কর।

মা : এত বড় সাহস! আমার ছেলে হয়ে আমাকে দিয়ে শুরু করলি? গোলামের বাচ্ছা!

আসলে নিজেকে দিয়ে শুরু করা উচিৎ। Charity begins at home. To the purity, everything is pure. অথ্যাৎ অপন ভালো তো জগৎ ভালো। সক্রেটিসের ভাষায়- Know thyself.

নিজেকে কর শুদ্ধ হও বুদ্ধ
পরিহার অশুদ্ধ কর যুদ্ধ
ষড়রিপু পরিহার বিজয় আপনার
ভুলি দ্বন্দ্ব করি ছন্দ
ত্যাগী মন্দ হবে আনন্দ
প্রয়োগে সুবিচার দূর হবে অনাচার।

www.pathagar.com

ড. মোঃ আমিনুর রহমান ১৯৬৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিমানী উপজেলার মহানাগ গ্রামে তথা অজপাড়াগাঁয়ে এক শিক্ষিত পরিবারে জন্ম নেন। দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে জন্ম নিলেও তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন জ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য অঙ্গনে উচ্চাভিলাষী। পিতা-আলহাজ্ব এম.এ. রউফ একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী, ধার্মিক এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি এখনও শিক্ষা প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মাতা হাফেজা বেগম লেকজান একজন পড়ুয়া ও বিদুষী রমণী। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত থেকেও সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ করার জন্য নৈতিকতার সঙ্গে লড়েছেন এবং সফল হয়েছেন।

ড. মোঃ আমিনুর রহমান মহানাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সনে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেন এবং সাজাইল গোপীমোহন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৯২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সর্বত্র তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করেন এবং নিজের চেষ্টায় অন্যান্য ডিগ্রি অর্জন করেন।

পঞ্চদশ বিসিএস পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভ করতঃ ১৯৯৫ সনে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। ২০০২ সনে এলএলবি ২০০৬ সনে পিজিডি (জাপান স্টাডি) এবং ২০০৭ সনে মানবাধিকার এবং শিক্ষার উপর পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Leadership and Negotiation এবং British Council-এ Internet-এর উপর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত Commonwealth Legal Education Association-এর Co-chairman এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি একাধিক দেশভ্রমণ করেছেন এবং অনেক দেশি-বিদেশি জার্নালে তার লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক Pfofessional societies -এর সদস্য। যেমন—

Member of Bangladesh Civil Service (Administration).

Member of Bangladesh Administrative Service Association.

Life-long Member of Dhaka University Alumni Association.

Life Registered Graduate of Dhaka University, Bangladesh.

Member of British Council.

Member of Bangladesh Literary Research Council (BLRC).

Co-Chairman, Commonwealth Legal Education Association (CLEA), Colombo, Srilanka.

তাঁর স্ত্রী নাসরীন বেগম একজন সুগৃহিণী। তাঁর দুটি পুত্র সন্তান মোঃ ফাহিমুর রহমান শুভ এবং মোঃ আরিবুর রহমান ধ্রুব। পুত্রদ্বয়ের মেধা-জ্ঞানে তিনি গর্বিত। জ্ঞান অর্জন তাঁর নেশা ও পেশা।

www.pathagar.com